চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

নিশ্চিন্তের প্রতীক
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 July 2019 ■ আগরতলা, ১৫ জুলাই, ২০১৯ ইং ■ ২৯ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজধানী আগরতলার কাছে বলদাখাল এলাকায় বন্যা দুর্গতদের উদ্ধারে এনডিআরএফ জওয়ানরা। রবিবার দুপুরে তোলা নিজস্ব ছবি।

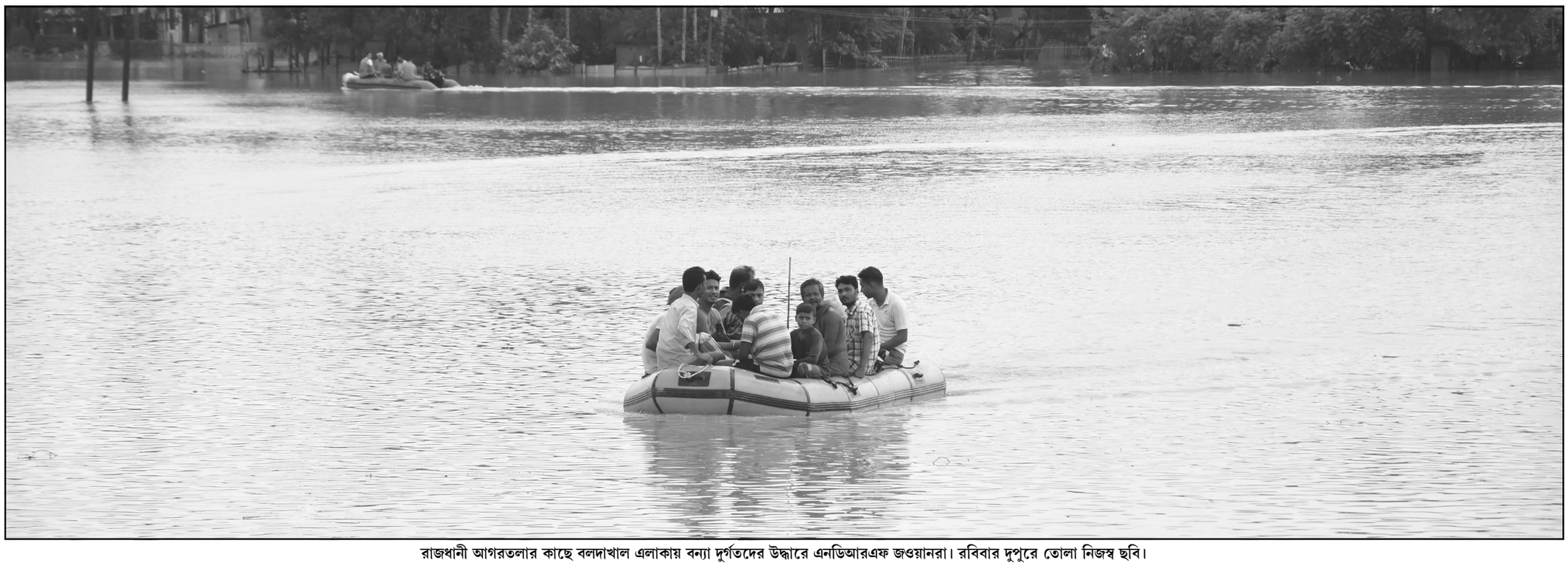

রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি , ত্রাণ শিবিরে ৩৯৩৪ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই ।। শুক্রবার ও শনিবার প্রবল বর্ষণে রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের সবগুলি জেলাতেই ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। তার মধ্যে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে পশ্চিম জেলা ও খোয়াই জেলা। নদীগুলির জলস্ফীতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাওড়া নদী বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে। অন্য নদীগুলি বিপাদ সীমা অতিক্রম না করলেও কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। আগরতলা শহরে রবিবার দুপুর বারোটা পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে ১৬৫.৪ মিলিমিটার। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিম ত্রিপুরা ও খোয়াই জেলায় মোট ১১৫৮টি পরিবারের ৩৯৩৪ জন ২৮টি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। সিপাহীজলা জেলা, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং গোমতী জেলার কিছু অংশ প্রভাবিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। ত্রাণ সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারীকদের প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। সেই মোতাবেক এনডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স সহ মহকুমা প্রশাসনের দুর্যোগ মোকাবিলা টিম দুর্গতদের প্লাবিত এলাকা থেকে উদ্ধার করে ত্রাণ শিবিরে পৌঁছানোর কাজ করছে। ত্রাণ শিবিরগুলিতে প্রশাসনের তরফ থেকে ত্রাণ সামগ্রি পৌঁছানো হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলার হাওড়া নদীর জল বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে। হাওড়ার বিপদ সীমা হচ্ছে ১০.৫০ মিটার। বর্তমানে হাওড়ার জল বইছে ১০.৭৩ মিটারে। আগরতলা পুর নিগমের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। প্রতাপগড়, শ্রীলঙ্কাবস্তি, বনমালিপুর, শিবনগর, ঋষি কলোনী, পেরাডাইস চৌমুহনী, আরএমএস চৌমুহনী, বিদুরকর্তা চৌমুহনী, চন্দ্রপুর ইত্যাদি এলাকা প্লাবিত হয়েছে। মহকুমা প্রশাসন, টিএসআর, আসাম রাইফেলস এবং এনডিআরএফ এর কর্মীদের উদ্ধার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। বুটের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৮৩৮ পরিবারের ২৮২৬ জন মানুষকে ২০টি ত্রাণ শিবিরে রাখা হয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহরের জল নিস্কাশনের জন্য তেরটি পাম্প রবিবার সকাল থেকে কাজ করছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারীকরা হাওড়া এবং কাটাখালের দিকে নজর রেখে চলেছেন বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

এদিকে, খোয়াই নদীর জল বিপদ সীমার নীচেই রয়েছে। বিপদ সীমা হচ্ছে ৪৫ মিটার। বর্তমানে এই নদীর জল প্রবাহিত হচ্ছে ৪৩.১০ মিটারে। খোয়াই জেলার দুটি মহকুমার ৩৪৭টি পরিবারের ১১০৮ মানুষকে ৮টি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

সিপাহীজলা জেলার মোহনভোগ ব্লকে দুটি বাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গোমতী নদীর জল বিপদ সীমার নীচে রয়েছে। জাতীয় সড়কের বিবেকানন্দপল্লী এলাকায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে। সাতটি মাম্প কাজ করছে উদয়পুর পুর এলাকায়। দক্ষিণ জেলার মুহুরী ও ফেনী নদীর জলও বিপদ সীমার নীচে দিয়ে বইছে। ঊনকোটি জেলার মনু নদীর জলও বিপদ সীমার নীচেই বইছে। তবে কৈলাসহর শহরাঞ্চলে কিছু এলাকায় জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানা গিয়েছে, আগামীকাল রাজ্যের সর্বত্রই ভারী বৃষ্টিপাত হবে। সেই সাথে ঝড়ো হাওয়া বইবে।

ভয়াবহ বন্যার কবলে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলগুলি। প্রতাপগড়, চন্দ্রপুর বদলাখাল, শ্রীলঙ্কাবস্তী সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ গতকাল রাত থেকেই জলবন্দী। প্রশাসনের তরফ থেকে জলবন্দী মানুষজনকে উদ্ধার ও শরণার্থী শিবিরে ত্রাণ সামগ্রীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গত দুদিনের বর্ষণে জল মগ্ন রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলগুলো। টানা বর্ষনের ফলে হাওড়া সহ অন্যান্য নদী ও ছড়া, খালগুলিতে জলস্ফীতি দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে প্রতাপগড়, চন্দ্রপুর, বলদাখাল, শ্রীলঙ্কাবস্তী সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যার কবলে পড়েছে। মহকুমা ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগাম সতর্কবার্তা জারী করে মানুষজনকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে চলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মডালিটি কমিটির রিপোর্ট সহ একাধিক ইস্যুতে দিল্লী গেলেন আইপিএফটি নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই ।। ত্রিপুরায় জনজাতিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গঠিত মডালিটি কমিটির রিপোর্ট চাইতে এবং ষষ্ঠ তফশিলি সংশোধনী বিল সংসদে আনার দাবি জানাতে দিল্লি গেলেন আইপিএফটি-র শীর্ষ নেতারা। পাশাপাশি, পৃথক রাজ্যের হাওয়া তুলে রাজনৈতিক চাপ তৈরির কৌশলও নেবেন তাঁরা। দিল্লি সফরকালে তাঁরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর সাথে দেখা করতে চাইছেন।

এ-বিষয়ে আইপিএফটি-র সহ-সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা জানিয়েছেন, তিনভাগে দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ দিল্লি রওয়ানা দিয়েছেন। তাঁর কথায়, আইপিএফটি-র শীর্ষ নেতৃত্বের ১০ জনের প্রতিনিধি দল দিল্লি সফরে যাচ্ছেন। আজ দুপুর দেড়টায় এবং সাড়ে তিনটায় দলের সাত শীর্ষ নেতৃত্ব দিল্লি পৌঁছেছেন। তিনি জানান, আইপিএফটি সভাপতি তথা রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মা, সাধারণ সম্পাদক তথা উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবারকুমার জমাতিয়া, সহ-সভাপতি কেকে জমাতিয়া, বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা, বিধায়ক সিন্ধুচন্দ্র দেববর্মা, বিধায়ক প্রেমকুমার রিয়াং ইতিমধ্যে দিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন। বাকিরা আজ রাতেই দিল্লি পৌঁছবেন।

মঙ্গল দেববর্মা জানান, ত্রিপুরায় জনজাতিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মডালিটি কমিটি গঠন করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। প্রাকনির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অঙ্গ হিসেবেই ওই কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সে-মোতাবেক কমিটির সদস্যরা ত্রিপুরা সফর করে গিয়েছেন। তিনি বলেন, কমিটি গঠনের তিনমাসের মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল। কিন্তু, এখন পর্যন্ত ওই কমিটির রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। তাই, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে এ-বিষয়ে কথা বলার জন্যই আমরা দিল্লি যাচ্ছি, বলেন তিনি।

তাঁর বক্তব্য, জনজাতিদের আর্থিক, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দু'দিন পর মুহুরীর জলে নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। গত শুক্রবার সকালবেলা দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত মুহুরীপুর রামঠাকুর পাড়ার বাসিন্দা সুবীর সেন মুহরী নদীতে লাকড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে পড়ে। নিখোঁজ হবার দিন সারাদিন টিএসআর-এর নবম বাহিনীর লোকজন নৌকা নিয়ে মুহুরী নদীতে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সুবীর সেনের কোনও প্রকার খোঁজ পায়নি।

শনিবার পুনরায় সুবীর সেনকে খোঁজার জন্য আগরতলা থেকে এনডিআরএফ-এর একটি টিম আসে। কিন্তু শনিবার সারাদিন খোঁজাখুঁজির পরও সুবীর সেনের কোনওপ্রকার খোঁজ মেলেনি। অবশেষে রবিবার সকালবেলা পুনরায় টিএসআরও এনডিআরএফ এরটিম এর যৌথ প্রচেষ্টায় খোঁজাখুঁজির পর শান্তিরবাজার লাউগাং এলাকায় মুহুরী নদীতে খুঁজে পাওয়া গেল সুবীর সেনের মৃতদেহ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

দশমীঘাটে হাওড়ার বাঁধে ফাটল, দুঃশ্চিন্তায় প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন জয়নগর দশমীঘাট এলাকায় হাওড়া নদীর বাঁধ লিকেজ হয়ে চুপসে চুপসে জল ঢুকতে শুরু করেছে। তাতে ভয়ঙ্কর বিপদের অশনি সংকেত দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রশাসন বালি বোঝাই বস্তা ফেলে লিকেজ বন্ধ করার চেষ্টা করছে। হাওড়া নদীর বাঁধ ভেঙে যে কোন সময় রাজধানী আগরতলা শহর এলাকা বড় ধরনের বন্যার কবলে পড়তে পারে। ইতিমধ্যেই জয়নগর দশমীঘাট এলাকায় হাওড়া নদীর বাঁধে ভাঙন দেখা দেওয়ায় আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে। বাঁধ লিকেজ হয়ে চুপসে চুপসে জল বের হচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রশাসনের তরফ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বালি বোঝাই বস্তা এনে ফেলতে শুরু করেছে। কিন্তু বালির বাঁধ পরিস্থিতি সামলাতে কতখানি সফল হবে তা নিয়ে জনমনে সংশয় দেখা দিয়েছে। দশমীঘাট সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় মানুষ আতঙ্কে কাটাচ্ছেন।

স্থানীয়রা জানান ২০১৭ সালেও জয়নগর দশমীঘাট এলাকায় হাওড়া নদীর বাঁধে লিকেজ দেখা দিয়েছিল। তখনও বালি বোঝাই বস্তা ফেলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাঁধ সংস্কারের তেমন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বন্যা এলেই প্রশাসন বালির বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের যেসব চেষ্টা চালায় তা রীতিমতো উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে উঠেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নয়নে প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে হবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই ।। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার সভাপতিত্বে বিদ্যুৎ নিগমের উত্তর ত্রিপুরা এবং ঊনকোটি জেলা কার্যালয়ের যৌথ পর্যালোচনা সভা আজ ধর্মনগরে জেলাশাসক অফিসের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায় এবং বিদ্যুৎ নিগমের এ জি এম কনকলাল দাস, এ জি এম ই অরিন্দম দেবনাথ সহ উত্তর ত্রিপুরা ও ঊনকোটি জেলার আধিকারিকগণ।

পর্যালোচনা সভায় উপমুখ্যমন্ত্রী এই দুটি জেলায় বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং পরিকাঠামোর উন্নয়নে কি কি ব্যবস্থা, পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে অবহিত হন। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নয়নে নিগম যে সব পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখতে ট্রান্সফরমারগুলোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। গাছপালার জন্য বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের যেন কোন ক্ষতি না হয় সেদিকেও নজর রাখতে বলেন তিনি। বিদ্যুতের বিল নিয়মিত সংগ্রহ করার বিষয়েও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

পর্যালোচনা সভায় উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায় আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন পরামর্শ দেন। সভায় বিদ্যুৎ নিগমের উত্তর জেলার আধিকারিক আলোচনাকালে জানান সৌভাগ্য যোজনায় উত্তর জেলায় এখন পর্যন্ত ১১ হাজার ১১৩ পরিবারকে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ঊনকোটি জেলার আধিকারিক জানান সৌভাগ্য যোজনায় ৬ হাজার ৮২৫টি পরিবারকে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দুটি জেলার আধিকারিকগণ নিজ নিজ জেলার বিদ্যুৎ পরিষেবার বর্তমান অবস্থা, উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও কাজ কর্মের অগ্রগতির চিত্র এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা ভালো রাখতে প্রয়োজনীয় বিষয় তুলে ধরেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার চেষ্টা হচ্ছে, অভিযোগ বামফ্রন্টের

১৮ জুলাই আগরতলায় ধরনা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই ।। আগামী ২৭ জুলাই ত্রিপুরায় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে তাকে প্রহসনে পরিণত করার চেষ্টা করছে বিজেপি সরকার এবং ক্ষমতাসীন দলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এই নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার জন্য দায়ী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। এই অভিযোগ ত্রিপুরা রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিজন ধরের।

রবিবার এক প্রেসমিটে তিনি এই অভিযোগ করেছেন। নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার জন্য তিনি বামফ্রন্টের তরফে সরকারের চিন্তাধারার তীব্র নিন্দা জানান। কারণ এক দিকে বিপ্লব কুমার দেব মুখ্যমন্ত্রী, আবার তিনি দলের প্রদেশ সভাপতিও। রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সমস্যা হতে পারে এই আশঙ্কা থেকে বামফ্রন্টের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একাধিকবার দেখা করতে চাইলেও তিনি সময়

দেননি। তিনি বামফ্রন্টের প্রতিনিধিদের তাঁদের বক্তব্য লিখিতভাবে দেওয়ার জন্য বলেছিলেন, তাঁরা এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন বলেও জানান বিজন। নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার প্রতিবাদ জানিয়ে আগামী ১৮ জুলাই আগরতলায় ধরনা কর্মসূচি পালন করবে বামফ্রন্ট বলেও জানান বিজন ধর।

রাজ্যে প্রায় সব কয়টি ব্লকে বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে বাধ্য কিংবা জমা করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। এমন-কি পশ্চিম জেলার অন্তর্গত ডুকলি ব্লকে বামফ্রন্ট প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলে বিডিও-র সামনে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা মনোনয়নপত্র টেনে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। এই বিষয়ে বামফ্রন্ট প্রার্থীরা বিডিও-র কাছে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানালে তিনি কিছু দেখেননি বলে বিষয়টি এড়িয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় খোয়াই নদীতে নিখোঁজ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ জুলাই ।। এক যুবক খোয়াই নদীর জলে আত্মহত্যা করার জন্য মরণ ঝাঁপ দিল। ঘটনা তেলিয়ামুড়ায় ররিবার দুপুর ২টা নাগাদ। ওই যুবকের নাম কৃষ্ণ গোপাল দাস। যুবকটি আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের তেলিয়ামুড়াস্থিত পাকা সেতু থেকে মরণঝাঁপ দেয়। এই খবর চাউর হতেই তেলিয়ামুড়াস্থিত দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। দমকলকর্মীরা যখন যুবকটির সন্ধানে খোয়াই নদীতে তল্লাশী চালায় তখন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী রায় সহ বিজেপি তেলিয়ামুড়া মণ্ডলের পদাধিকারীরা। কিন্তু দমকল কর্মীরা যুবকটির কোনো হদিশ পায়নি।

আগরতলায় সাংসদের অফিস ও হেল্প লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই ।। রাজ্যের মানুষের কথা মাথায় রেখে রাজধানী আগরতলা শহরের এডভাইজার চৌমুহনি সংলগ্ন এলাকায় পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের সাংসদের জন্য খোলা হয়েছে একটি অফিস। সকাল ১০ টা থেকে রাত্রি ৮ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে এই অফিস। রয়েছে হেল্প লাইন। রবিবার সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে এই সংবাদ জানান পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।রবিবার পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের সাংসদ তথা প্রদেশ বিজেপির সাধারন সম্পাদিকা প্রতিমা ভৌমিক প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হন।

এইদিন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক জানান এক জন সাংসদ হিসাবে মাথার উপর অনেক দায়িত্ব। কারন সাধারন ঘড়ের একজন মেয়েকে আশীর্বাদ দিয়ে সাংসদে পাঠিয়েছে রাজ্যবাসি। সেই জন্য আগরতলাতে সাংসদের একটি অফিস করা হয়েছে। যদিও এই অফিসটি আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনো উদ্বোধন করা হয়নি। এডভাইজার চৌমুহনি সংলগ্ন এলাকায় এই অফিসটি করা হয়েছে। সকাল ১০ টা থেকে রাত্রি ৮ টা পর্যন্ত অফিসটি খোলা থাকে। দুইটি ল্যান্ড ফোন রয়েছে। এই নাম্বার গুলিতে ফ্যাক্সও করা যাবে। যে কেউ তাদের সমস্যার কথা জানাতে পারবে। বহিঃরাজ্যে উচ্চ শিক্ষার জন্য কোন ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন হলে এই অফিসে যোগাযোগ করা যাবে।

দিল্লিতে কোয়ার্টার পাওয়ার পরে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৭২ ▫ ১৫ জুলাই ২০১৯ ইং ▫ ২৯ আষাঢ় ▫ সোমবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

পাহাড় লাইনের দুঃখ

বর্ষা আসিলেই কপালে দুঃখ নামিয়া আসে। বর্ষণে পাহাড় লাইনে ধস নামায় ত্রিপুরার সঙ্গে বহির্রাজ্যের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। আগামী ষোলই জুলাই পর্যন্ত আগরতলা-লামডিং লাইনে রেল চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে যাত্রী দুর্ভোগ চরমে। বর্ষণে ত্রিপুরা সহ আসামের বিস্তীর্ণ এলাকায় রেল এমনকি সড়ক যোগাযোগও ব্যাহত হইয়াছে। সুতরাং বর্ষায় নামিয়া আসা দুঃখ, জল যন্ত্রণার হাত হইতে সহসা যে রেহাই নাই তাহাই স্পষ্ট করিয়া দিল। ত্রিপুরার সঙ্গে বহির্রাজ্যের রেল যোগাযোগ এক উজ্বল ভবিষ্যতের দিশা নিয়া আসে। কিন্তু, আধুনিক কারিগরি ব্যবস্থার এই ব্যাপক উন্নতির যুগে পাহাড় লাইন নিরাপদ ও ধস মুক্ত করা গেল না? বর্ষণ হইলেই রেল লাইনে ধস পড়িবে এই অভিশাপ হইতে উত্তরণের প্রয়াস কতখানি আছে তাহাই এখন মূল প্রশ্ন? প্রশ্ন ইহাই ত্রিপুরার মতো রাজ্য কেন এখন প্রকৃতির রুদ্ররূপ হইতে মুক্তি পাইল না? লামডিং, বদরপুর বা শিলচর রেল লাইন চালু হইয়াছিল সেই বৃটিশ যুগে। তখনই বৃটিশ পাহাড়ে সুরঙ্গ কাটিয়া রেল পথ তৈরী করে। সুতরাং দুইশত বছর আগে বৃটিশরা যে কারিগরি দক্ষতা দেখাইতে পারিয়াছিল আজকের যুগে পাহাড়ে ধস মুক্ত করা গেল না? এই অসহায় পরিস্থিতির মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে? প্রকৃতির রুদ্ররূপকে তো জয় করিবার চেষ্টা হইতেছে। সেখানে সাফল্য কতখানি সেই প্রশ্ন উঠিতেছে।

ত্রিপুরায় রেল যোগাযোগের বিরাট সাফল্য থমকিয়া যাইবে পাহাড় লাইনে ধস পড়িবার কারণে। একদিন নহে দিনের পর দিন এই ধস যন্ত্রণা ত্রিপুরার হাজার হাজার যাত্রীদের জীবনে দুর্ভোগ যন্ত্রণা নিয়া আসে। আজ এই ধস মুক্ত রেল লাইনের বিরুদ্ধেই জোর প্রয়াস নিতে হইবে। রেল লাইনের এই অনিশ্চয়তার হাত হইতে মুক্তি না পাইলে রেল যোগাযোগের গর্ব তো মাটিতে গড়াগড়ি খাইবে। রাজ্যে রেলের জয়যাত্রার কারণে বহু যাত্রীর ভাগ্য জড়াইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরার বহু যাত্রী দূর দূরান্তে রেলে পাড়ি দিতেছেন এবং রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। সেখানে রেল পরিষেবা আকস্মাৎ বন্ধ হইয়া গেলে হাজার হাজার যাত্রীকে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়িতে হয়। যাত্রীরা চরম অসহায় অবস্থায় পড়িয়া যান। এই অবস্থার উন্নতি নিশ্চিত করিতে রেল মন্ত্রককে অগ্রণী ভূমিকা নিতেই হইবে। একথা অনেক বেশী সত্যি যে, ত্রিপুরায় যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক বেশী উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু, পাহাড় লাইনের এই বিপদ অনেক বেশী সমস্যার মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। যেকোনও মূল্যে এই বিপদ হইতে উত্তরণকেই আজ অনেক বেশী গুরুত্ব দিতে হইবে। ত্রিপুরায় রেল জয়যাত্রা এক বিরাট মাত্রা পাইয়াছে। উত্তর হইতে পশ্চিম এবং পশ্চিম হইতে দক্ষিণে রেল সগৌরবে যাত্রা শুরু করিয়াছে। সুতরাং জয়যাত্রার গৌরবকে কোনও মতেই খাটো করিয়া দেখা চলিবে না। তাহার জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন রেল চলাচল। রেল এখন ত্রিপুরার যোগাযোগের প্রাণ। ধস পড়িয়া গেলে সেই প্রাণ ছটফট করে। এত যন্ত্রণা সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া যায়। তাই আজ রেল ধমনীর রক্ত প্রবাহ সচল রাখিতে হইলে ধসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ নিশ্চিত করিতে হইবে। তাহা করিতে না পারিলে রেলের এই গৌরব জয়যাত্রার সার্থকতাই প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া যাইবে। আর এজন্যই পাহাড় লাইন সচল রাখাই হইবে সবচাইতে বড় কাজ।

জিয়া হত্যাকান্ডে সবচেয়ে বেশি বেনিফিসিয়ারি হয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ১৩।। আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ডে সবচেয়ে বেশি বেনিফিসিয়ারি হয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া। শনিবার দুপুরে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউস্থ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারাবন্দি দিবস উপলক্ষে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।হাছান মাহমুদ বলেন, জিয়াউর রহমান হত্যাকান্ডের সাথে বিএনপির উর্ধতন নেতৃবৃন্দ জড়িত কিনা সেটা দেখা দরকার। জিয়া হত্যার পর সব চেয়ে বেশি বেনিফিসিয়ারি, সব চেয়ে বেশি লাভবান হয়েছেন তারেক রহমানের মা খালেদা জিয়া।তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান হত্যার পর খালেদা জিয়া দুইবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। বিএনপির মতো একটি দলের চেয়ারপার্সন হয়েছেন। বিএনপি ক্ষমতায় থেকে কেন জিয়া হত্যাকান্ডের বিচার করলো না। খালেদা জিয়া ২ বার ১০ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। জিয়ার হত্যাকান্ড নিয়ে মামলা করলেন না কেন, মামলাটা চালালেন না কেন?

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সহ-সভাপতি ও স্বাধীন বংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে সভায় সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা এডভোকেট কামরুল ইসলাম, সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামাল চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

হাছান মাহমুদ বলেন, জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে সেনাবাহিনীর হাজার হাজার অফিসারকে ধরে এনে বিনা বিচারে হত্যা করেন। সেই হত্যাকান্ডের বিচার হওয়া দরকার। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের ষড়যন্ত্রের সাথে যারা জড়িত ছিলো তদন্ত কমিশন করে জিয়াসহ তাদের বিচার হওয়া দরকার।বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের সমালোচনা করে তিনি বলেন, রাজনীতিবিদ হতে হলে জেলের ভয় পেলে হয় না। সাত সমুদ্র ১৩ নদীর ওপার থেকে নানা কথা বললে হয় না। সাহস দেখাতে হয়, গ্রেফতার হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। ভয় পেলে রাজনীতিবিদ হওয়া যায় না।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারাবন্দি হওয়ার সময়ে কথা উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক বলেন, গত ৩৮ বছরে শেখ হাসিনা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা, দুর্বিপাক উপেক্ষা করে বাঙালি জাতির পাশে ছিলেন, আছেন। আজ তিনি শুধু আওয়ামী লীগের নেতা নন, বাংলাদেশের নেতা নন, বিশ্ব নেতায় পরিণত হয়েছেন।

নারী ও শিশু নির্যাতন কারিদের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে কামরুল ইসলাম বলেন, সামাজিক অপরাধের সাথে যারা জড়িত সরকার তাদের বিচার করছে। কিন্তু চূড়ান্ত বিচার সমাপ্ত করতে সময় লাগছে। নারী নির্যাতন ও ধর্ষণকারিদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এই সব পাপিষ্ঠদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে এদের নির্মূল করতে হবে।

ভুটান থেকে পাথর বোঝাই ভারতীয় জাহাজ বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ১৩।। ভারতীয় অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষের একটি জাহাজ ভুটান থেকে পণ্য নিয়ে শনিবার বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে। এটিকে উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধির একটি বড় উদ্যোগ হিসাবে দেখা হচ্ছে। ভারতের জাহাজ চলাচল প্রতিমন্ত্রী মনসুখ মান্দাভিয়া শুক্রবার ডিজিটাল পদ্ধতিতে এমভি এএআই জাহাজের যাত্রাশুরুর সূচনা করে বলেন, এই প্রথমবারের মতো দু'দেশের মধ্যে পণ্য পরিবহনের জন্য ভারতীয় নৌপথ চ্যানেল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে অর্থাৎ বাংলাদেশে পণ্য পরিবহনে ভারত ট্রানজিট হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।ভারতীয় জাহাজ চলাচল মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, প্রথম এই জাহাজটি ভুটান থেকে এক হাজার মেট্রিক টন পাথর চূর্ণ নিয়ে আসামের ধুবড়ি নদীবন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেছে এবং ব্রহ্মপুত্র ও ইন্দো-বাংলা প্রটোকল রুট ব্যবহার করে বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ পৌঁছাবে।

ভারতীয় প্রতিমন্ত্রী এ অনুষ্ঠানে আরো ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রেসিডেন্সিয়াল যুগের অবসানই কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারে

অচিন রায়

সাম্প্রতিক নির্বাচনে পর্যুদস্ত কংগ্রেস দলের হালভাঙা পালছেঁড়া অবস্থা দেখে স্বতই একটি বৈষ্ণব পদ মনে পড়ে ---'মরিব মরিব সখী নিশ্চয়ই মরিব কিন্তু কানু হেন গুণনিধি কারে থুয়ে যাব।' কংগ্রেসের হয়েছে সেই দশা, ডুবতে হয় ডুববে কিন্তু রাহুল হেন গুণনিধির কী হবে ভেবে আকুল। কেননা গান্ধি কংগ্রেস দাস রাজবংশে যদি মাথার ওপর কোনও গান্ধিটুপি না থাকে তাহলে তো তারা দিশেহারা। কংগ্রেসের এই হতবিহ্বল অবস্থা দেখে আমাদের ইংরেজি প্রাথমিক শিক্ষায় (Shall ও Will) ব্যবহারের তফাত বোঝাতে একটি বাক্য উল্লেখ করা হতো 'I will drownm nobod shall save me রাহুলের পদত্যাগের পর কংগ্রেসিদেরও দেখি সেইরকমই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা।

তবে এইশব বিচক্ষণ কংগ্রেসি চরিত্রদের, রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' কবিতায় 'খোকা'র সেই আশ্বাসবাণীটা মনে পড়ে---'আমি আছি ভয় কেন মা কর'। সুতরাম দলের মাথায় শোভরাজ হয়ে যিনিই থাকুন না কেন, তিনি তো নিমিত্তমাত্র, পশ্চাতের প্রেরণাতেই তো সব কিছুর সুরাহা। মনমোহন সিং এর মতো বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সৎ ও সজ্জন ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিকেও সুপার পিএম মাতাজির ইচ্ছায় চলতে হয়। ইউপিএ চেয়ারম্যান মাতাজির প্রেরণায় দুর্নীতিগ্রস্থদের উদ্ধারে অর্ডিন্যান্স জারি করতে হয়, আবার Ectra condtiutional powerপুত্রেবীরত্বে সেটা সবার সম্মুখে ছিঁড়ে ফেলা সহ্য করতে হয়। সুতরাম যে যতই দলের মুখ্য পদে বৃত হোন না কেন গান্ধি ত্রিমূর্তি ইটালিয়ান ক্ল্যান মাতা, পুত্র ও কন্যার অঙ্গুলিহেনকে অগ্রাহ্য করার শক্তি কারেরা নেই। কংগ্রেসে এটা কোনও নতুন ব্যাপার নয়, সেই মহান গণতান্ত্রিক নেহরুজির আমল থেকে চলে আসছে।

স্বাধীনতার পরে পুরুষোত্তমদাস স্ট্যান্ডন কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রী নেহরুজির পছন্দ হলো না। সুতরাং তাঁকে বাদ দিয়ে প্রথমে নেহরুজি নিজে ও তার পরে গুজকাত থেকে একজন নিরীহ সজন খাদিকর্মী ইউএন ধেবরকে শিখণ্ডী রেখে, তিনি নিজেই বহাল তবিয়তে পার্টি ও সরকার চালাচ্ছিলেন। কিন্তু হোঁচট খেলেন বাষট্টি সালে হিন্দি-চিনি-ভাই -ভাই-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতাসুলভ আচরণে। ফলে কিছুদিন কামরাজ ও সিন্ডিকেটরাজের পর মহীয়সী ইন্দিরা 'প্রতিক্রিয়াশীল' ষড়যন্ত্রের অবাসনে কংগ্রেস বিভাজন করে, বামপন্থী মদতে কংগ্রেস (সাসক) দলে কিছুদিন নিজে দায়িত্ব সামলে, সামনে আনলেন ভক্তপ্রবর দেবকান্ত বড়ুয়াকে। বড়ুয়াসাহেব 'ইন্ডিয়া ইজ ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া', উচ্চারণ করে লোক ভোলাতে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

সেই ইন্দিরা ইউ ইন্ডিয়া আবারগরিব হঠাতে জরুরি অবস্থা জারি করে মত্তহস্তীর মতো যেখানে যা কিছু সাংবিধানিক নিয়মকানুন তছনছ করে বিপ্লব করলেন। অবশেষে জনরোষে ভুপাতিত হওয়ার পর সাতাত্তর সালে করলেন কংগ্রেস (আই), অর্থাৎ কংগ্রেস (ইন্দিরা) বা আমিই কংগ্রেস। ঊনসত্তর সালের নবকংগ্রেস তেকে সাতাত্তর সালে যে গান্ধি কংগ্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের উদয় হলো, তাদের যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে কোনও যোগসূত্র নেই, তেমনি সারা দেশজুড়ে যে কংগ্রেস দলের গণভিত্তি ছিল সেটিও নবোদিত গুণ্ডারাজের পরাক্রমে বিরল প্রজাতিতে পরিণত হলো। কংগ্রেস পরিচালিত হতে লাগলো কংগ্রেস হাইকম্যান্ড নামক এক গান্ধি নেতৃত্ব তার সঙ্গে প্রসাদপুষ্ট স্তাবকের দলের দ্বারা।

হাইকম্যান্ড যত হাই থেকে হায়ার হতে লাগলো, তার জনভিত্তি ততই লো থেকে লোয়ারে পরিণত হলো। সেই ফাঁক দিয়ে রাজ্যে রাজ্যে উদয় হলো রাজ্য অস্মিতার ওপর ভর কর আঞ্চলিক দল। তার মধ্যে বিজেপির সর্বভারতীয় সংগঠন থাকায় বিরোধী রাজনীতিতে সে অগ্রগণ্য হয়ে উঠল। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, অতীতের ঐতিহ্যবর্জিত, গান্ধি কংগ্রেসের উদ্ভব যেমন সাতাত্তর সালে,বিজেপির আবির্ভাব তেমনি তার তিন বছর পরে আশি সালে, পুরানো জনসঙেঘর রূপান্তরে। সবদিক দিয়ে দুটিই নতুন দল, কিন্তু তফাত হলো, গান্ধি কংগ্রেস হাইকমান্ডের প্রকোপে দ্রুত জনভিত্তি হারাতে লাগলো, বিজেপি সংগঠন দক্ষতার তত বেশি গণভিত্তি দৃঢ়তার করতে লাগলো।

কিন্তু কংগ্রেসের সেটা চোখে পড়লো না ইন্দিরার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে ও জনপ্রিয়তার জোয়ারে। তবে ইন্দিরা, সঞ্জয় ও রাজীবন পর পর নিহত হওয়ার ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, সেই অবস্থায় বিচক্ষণ ও বিদ্বান, প্রবীণ তেলেগুবিড্ডা নরসিমহা রাও,যুগপৎ কংগ্রেস দল ও সরকারের হাল ধরে বিরল স্টেটসম্যানশিপের পরিচয় দিয়ে যুগান্তরাকী ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। গান্ধি পরিবারের কেউ সামান্যতম ধারে কাছে না থাকলেও, নরসিমহা রাও কংগ্রেসের সমমনস্কদের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গড়ে তুলে পাঁচ বছরের স্থায়িত্বে আর্থিক সংস্কারের মতো এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করেন। নরসিমহা রাও প্রথম প্রমাণ করলেন যে গান্ধি পরিবারকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে বিচক্ষণ নেতৃত্বে একটি সফল সরকার সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তে দেশে পরিবর্তন আনতে পারে। তাঁর সেই সাফল্যই তাঁর বিপদ ডেকে আনল।

পরবর্তী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারায় প্রসাদবঞ্চিত,প্রাসার ষড়যন্ত্রীরা তৎপর হয়ে প্রথমে প্রবীণ সীতারাম কেশরীকে সভাপতি করে দুটি সংখ্যালঘু সরকারকে বাইর থেকে সমর্থনের কলকাঠিতে পতন ঘটায়। এই ডামাডোলে হঠাৎ রব ওঠে সোনিয়া লাও দেশ বাঁচাও। এতদিন অন্তরালে সুযোগের অপেক্ষায় থাকা সোনায়াজি হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে কেশরীকে বহির্গমনের পথ দেখিয়ে কংগ্রেস দখল করেন, ভজগোবিন্দদেবনগব সঙ্কীর্তনের। সেই থেকে আবার একচ্ছত্র গান্ধিরাজত্ব চলছে। এখন রাহুলের পদত্যাগে হয়েছে বিপদ।

এই বিপদটি গান্ধি পরিবারের বিপদ হলেও কংগ্রেসের বা দেশের পক্ষে কোনও বিপদ বলে মনে হয় না। চৌষট্টি সালে লালবাহাদুর শাস্ত্রী ভারত-পাত যুদ্ধের সাফল্যের পর প্রথম ধ্বনি তোলেন, 'জয় জওয়ান, জয়ি কিষাণ'। পঞ্চান্ন বছর বাদে জাতি গঠনে সেই স্লোগান আবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একান্তভাবে ভারতীয় শাস্ত্রীজির জমানায় বিদেশি প্রভাবমুক্ত যে দেশিয়, সাংস্কৃতিক ধারা প্রবর্তনের আশা দেখা দিয়েছিল, তা তাঁর অকালমৃত্যুতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। তার পরে আবার যখন গান্ধিমুক্ত কংগ্রেসে নরসিমহা রাও-এর ওপর নেতৃত্বের ভার পড়ে, তখন তাঁর বিচক্ষণ পরিচালনায়, ফিউডাল সোশ্যালিজমের হিন্দু রেট অফ গ্রোথ থেকেদশ মুক্তি পায়। ডাইন্যাসটিক ডেমোক্র্যাসির মুখোশ খুলে দিয়ে তিনি নেতৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরনে।

তাঁর পরে সোনিয়াজির নেতৃত্বে কংগ্রেস যখন হারের মালা পরে তখন রব উঠেছিল,সোনিয়া হঠাৎ কংগ্রেস বাঁচাও।' কিন্তু অতিবুদ্ধির প্রকোপ বিজেপি'র চালের ভুলে যখন অল্প সংখ্যার ব্যবধানে বিজেপি গরিষ্ঠতা হারায় তখন কংগ্রেস ও সোনিয়া আবার ভেসে ওঠেন। এবং বিরোধী নেতা লালকৃষণ্ড আদবানির বন্ধা রাজনীতির ব্যর্থতায়, ইউপিএ দ্বিতীয়বার সরকার গঠন করলেও চুরির চিচিংফাঁকে সেটি আপনিই পড়ো পড়ো অবস্থায়, নরেন্দ্র মোদির এক ধাক্কায় ভেঙে পড়ে। মোদি যদিও কংগ্রেস মুক্ত ভারতের ডাক দিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা তাতে বিশ্বাস করিনা। ব্রুট মেজরিটির অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য চাই একটি শক্তশালী বিরোধী দল বা জোট এবং সেটা করা বহু বিস্তৃত কংগ্রেসের পক্ষেই সম্ভব।

সেটা কিন্তু সংখ্যার বিচারে নয়, বিচারবুদ্ধি, বিবেকবুদ্ধি ও চিন্তাশীলতার দেশহিতের স্বার্থে। এবং এই বিরোধী জোটের নেতৃত্বাদানের ক্ষমতা একমাত্র কংগ্রেসরই। তার কারণ অনেকগুলি রাজ্যেই কংগ্রেস হয় সরকার অথবা বিরোধী অবস্থায় জাজ্বল্যমা। স্বল্পসঞ্চয় নিয়ে, চরণ সিং, চন্দ্রশেখর, দেবেগৌড়া বা আই কে গুজরালের পক্ষে সরকার গঠন আর সম্ভব নয়। সুতরাং অন্যান্য দল অপেক্ষা রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসেরই প্রাধন্য। যেমন পাঞ্জাব, মধ্যপ্রাদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, কর্ণাটকে শাসক দলে এবং বিরোধী ভূমিকায় গুজরাত, মহারাষ্ট্র কেরল অসম, বাংলা প্রভৃতি অঞ্চলে।

উত্তরপ্রদেশে, বিহার, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা থেকে কংগ্রেস প্রায় নিশ্চিহ্ন। সংযুক্ত অন্ধ্রে একদিন রাজশেখর রেড্ডির আমলে কংগ্রেস সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু তাঁর অকাল বিয়োগে, নির্বোধ হাইকমান্ডগিরি করতে গিয়ে বিভক্ত দুই রাজ্যেই কংগ্রেসের করুণ অবস্থা। কংগ্রেসকে বাঁচাতে গেলেএই হাইকমান্ডগিরি থেকে বাঁচাতে হবে। একদিন রাজীবন গান্ধি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে দলটি ক্ষমতার দালালে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। এবং মাটি তথা মানুষের সম্পর্কহীন অজ্ঞ বিদেশি নেতৃত্বের হাইকমান্ড পুরোপুরি এই ক্ষমতার দালালদের কুক্ষিগত। তারাই বেশি করে উচ্চকিত, রাহুল বিনে জগৎ অন্ধকার।

এইসব অন্ত্রবুদ্ধি নেতানামধরী তাঁবেদাববৃন্দের অর্বাচনীতার পাল্লায় পড়ে নরম হিন্দুত্বের মোহে রাহুলতে পৈতে পরিয়ে সঙ সাজিয় লোক হাসায়। তাতে সেকুলারিজমের প্রতিষ্ঠিত, পরিচিতি হারিয়ে আমও যায় ছালাও যায়। নির্বোধর রাজনীতির পরিণাম এমনই হতে বাধ্য। বর্তমান অবস্থা এই মহাবুদ্ধিমানদের প্ররোচনায় রাহুলের হয়তো কোনও এক শিখণ্ডীকে খাড়া করা যেতে পারে কিন্তু সেই নির্বাচিতের পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করা কার্যত অসম্ভব। স্বয়ং মনমোহন সিং, সরকারের শীর্ষ পদে থেকে পারেননি, আর শাসন ক্ষমতাহীন কংগ্রেস সভাপতির অবস্থা সহজেহৈ অনুমেয়। সেই জন্যে বাস্তবেক স্বীকার করেনিয়ে পাদুকাধারী ভরতসভাপতিদের মেনে নেওয়া ছাড়া আপাতত গতি নেই। তবে কংগ্রেস দলে এখনও বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল লোকের অভাব নেই। কিন্তু তাঁদের সক্রিয়তা একান্তভাবেই পার্টি নেতৃত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই বাস্তব অবস্থাকে এখনকার মতো মেনে নিয়ে কংগ্রেসকে একটি স্ব স্ব প্রধান রাজ্য কংগ্রেসের ফেডেরালফ্রন্টরূপে গড়ে তোলা যেতে পারে। যেমন পাঞ্জাবে ক্যাপটেন অমরিন্দর সিং কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করেছে কিন্তু, অকালি বাদলদের অনাচারের সুযোগ নিয়ে। এখানে ক্যাপ্টেনকে অপ্রতিহতভাবে কাজ করার,তথা দল গঠনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে যতক্ষণ না তিনি নিজস্বার্থে দলকে ব্যবহার করেন। তিনি অবশ্য তরুণ নেতৃত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করেছে। অবশ্য তরুণ নেতৃত্বর প্রতি আস্থা স্থাপন করেছেন। অবশ্য অনাচারী, স্বেচ্ছাচারী তরুণ দুষ্টু গরুকে যত তাড়াতাড়ি বিদায় দেওয়া যায় ততই মঙ্গল।

তবে মধ্যপ্রদেশে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং রাজস্থানে শচীন পাইলট, উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনীতিতে এলেও নিজেদের অধ্যবসায় ও কৃতিত্বে দলের পুনর্জ্জীবন ঘটিয়েছেন। উপযুক্ত তরুণ নেতৃত্ব তৈরি না হওয়া অবধি এঁদের রাজ্য থেকে নিয়ে আসা উচিত হবে না। যেমন নির্বাচনের আগে জ্যোতিরাদিত্যকে উত্তরপ্রদেশের ডুবন্ত তরীর ভার দেওয়া নিতান্তই অর্বাচীনের কাজ। সবার আগে রাজ্যের দলের ভিতকে মজবুত করাই হবে প্রাথমিক কাজ। উত্তরপ্রদেশ থেকে মুছে যাওয়া কংগ্রেসকে আবার ভাসিয়ে তোলাই হবে রাহুল গান্ধির প্রথম কাজ, যেমন একসময় অমিত শাহ করেছিলেন।

একইভাবে অন্যান্য প্রদেশ যেমন গুজরাতে তরুণ নেতৃত্বকে ধীরে ধীরে তৈরি করতে হবে তাঁদের অতি উৎসাহের বক্তৃতাবাজি থেকেমুক্তি দিয়ে। আসলে বক্তৃতাবাজি দিয় যে কোনও কাজ হয় না তার প্রমাণ বক্তিয়ার খিলজি অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আসলে কর্মে, আচরণে ও বক্তব্যে নেতৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করাই হবে মূল লক্ষ্য। অন্যান্য রাজ্যে সমমনস্ক দলছুট কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় এসে একটি ফ্রন্ট গড়া যেতে পারে যেমন মহারাষ্ট্রে। এখানে ব্যক্তিত্বের বা নেতৃত্বের লড়াইকে সরিয়ে রেখ যেমন বিজেপিও শিবসেনা নিজেদের স্বার্থে অনেক বাদবিতণ্ডার পর নির্বাচনী জোট গড়ে তোলে তেমনি কংগ্রেসও একটি সমস্বার্থের ফ্রন্ট গড়ে তুলতে পারে।

বিরোধী পক্ষে থাকার সুবিধে হচ্ছে, সরকারের নীতি ও ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে সরব হয়ে জনসমর্থন আদায় করার সুর্বণ সুযোগ। কিন্তু তার জন্যে প্রথমেই দরকার জনসংযোগ এবং সেজন্য স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সম্পন্ন দক্ষ তরুণ নেতৃত্বের একান্ত প্রয়োজন। একন কোয়ালিশনের যুগ, সুতরাং নির্বাচনের বহু পূর্বে কি শাসক অবস্থায় আর কি বিরোধী পর্যায়ে একটি গোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে। কর্ণাটকে যেমন তৎপরতার সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের পর নেতৃত্বের লড়াইয়ে উভয়েরই শোচনীয় অবস্থা।

উল্টোদিকে কেরল কংগ্রেস নেতৃত্বে ইউডিএফ বিরোধী অবস্থানে সক্রিয় শাসনক্ষমতা হারালেও তার অবস্থানে দৃঢ়। অনেককে বিস্ময়াপ্লুতভাবে প্রশ্ন করেন, সিপিএম সব রাজ্য থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও কেরলে কী করে এখনও রাজত্বে তার কারণ কেরলে সিপিএম গণতান্ত্রিকবাবে নির্বাচনে লড়ে একবার শাসনক্ষমতায় ও অন্যবারে বিরোধী ভূমিকায় সক্রিয়। বাংলায় যেমন পরিচিতি শয্যাসঙ্গী কংগ্রেসেরসঙ্গে পাতানো বিরোধীতার খেলায় তিনি দশকের রাজত্বের পর অবস্থার চাপে সেটি ভেঙে পড়ার পরই চিৎপটাং। বাংলায় কংগ্রেসও সিপিএমের সুযোগসন্ধীনী অপদার্থ অথর্ব নেতৃত্বের অবাসন না ঘটালে তার পুনরুজ্জীবন কষ্টকর। কংগ্রেস সৎ ভাবমূর্তি নিয়ে আবদুল মান্নান বিধোনসভায় বিরোধী দলের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। আদালতে তাঁর অভিযোগেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সারদা চিটফান্ডের চোর ছ্যাঁচোড় নিয়ে এখনও সিবিআই তদন্ত চলছে।

কংগ্রেসের অবশ্য একটি মস্ত সুবিধে হল, পার্টি না থাকলেও সারা দেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও একটি কংগ্রেস অফিস আছে। তরুণ নেতৃত্বে সেগুলিতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারলে পঞ্চায়েত স্তর থেকে আবার কংগ্রেস তার অস্তিত্ব ফিরে পেতে পারে। তার জন্যে একেবারেই তৃণমূল স্তর থেকে জন সাহায্যকারী ভূমিকায় রাজনীতি আরম্ভ করতে হবে। এই সম্পর্কে চেয়ারম্যান মাওয়ের একটি উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলেন, কর্মীদের চাষির পাশে দাঁড়াতে হবে, অর্থাৎ প্রয়োজনে তার মেয়ের সম্বন্ধ করে বিয়ে দিতে হবে। যাতে সে সুযোগ পেতে পারে A friend in need is a friend in-deed. বর্তমানে পঞ্চায়েতে যে পরিমাণ টাকার খেলা তাতে সেই কাটমানির সূত্র ধরে এগোলে হাতে হাতে ফল পাওয়া যেতে পারে।

তবে বুঝেতে হবে, কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে গেলে তার প্রেসিডেন্সিয়াল যুগের অবসান ঘটানো প্রয়োজন। মুখ্য ভূমিকা থাকবে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির মতো জেনারেল সেক্রেটারির। একজন স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রবীণ প্রেসিডেন্ট আসন অলঙ্কৃত করে থাকতে পারেন। কিন্তু সাংগঠনিক সব ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকবে একজন তরুণ দক্ষ দেনারেল সেক্রেটারির ওপর। একগাদা অকর্মণ্য অপদার্থ শোভাবর্ধনকারী পরিদর্শন বা তত্তাবধায়কের কোনও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন একটি সমন্বয়কারী কো-অর্ডিনেশন টিম। তারাই রাজ্যগুলির সঙ্গে সমন্বয়ে তৎপর থাকবে। কংগ্রেসের মুখ্য ভূমিকা, হাইকমান্ড থেকে নিম্নগামী হবে না, বরং রাজ্য কমান্ড থেকে উদ্ভুত হয়ে কেন্দ্রীয় সমন্বয়ের মুখাপেক্ষী থাকবে। তবে যদি কংগ্রেসের হাল ফেরে।

বর্তমানে বিজেপি'র একাধিপত্যের বিরুদ্ধে যথার্থ বিরোধী বূমিকায় সর্বভারতীয় দল হিসেবে একমাত্র কংগ্রেসেরই স্থান সর্বাগ্রে। সেটি এখনও পঞ্চায়েত স্তর থেকে রাজ্য স্তরে পুনর্গঠিত হলে দলটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ওপরতলায় না হ। গান্ধিমুঘল, সিপাহি বিদ্রোহীর সময় বাহদুর শাহ জাফরের মতো সম্রাট রইলেন তাতে তো নানাসাহেব বা রানি লক্ষ্মীবাইয়ের যুদ্ধের কোনও ক্ষতি হয়নি।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিকে অব্যাহত রাখতে হলে দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হবে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ১৩।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের উর্ধতন কর্মকর্তাদের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানিয়ে বলেছেন, আপনারা দেখেবেন দুর্নীতির কারণে আমাদের অর্জনগুলো যেন নষ্ট হয়ে না যায়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার সকালে তাঁর তেজগাঁওস্থ কার্যালয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে একথা বলেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন,আপনারা (জেষ্ঠ্য সরকারী কর্মকর্তা) তৃণমূল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দুর্নীতি বন্ধে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন। যাতে করে আমাদের এত কষ্টের অর্জনগুলো দুর্নীতির কারণে নষ্ট না হয়ে যায়।প্রধানমন্ত্রী দুর্ণীতির বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন,আমরা এত খেটে, সারাদিন এত কাজের পরে যদি দুর্নীতির কারণে সব অর্জন নষ্ট হয়ে যায় সেটা হবে খুব দু:খজনক। এটা কোনভাবেই সহ্য করা হবে না।তিনি এ বিষয়ে সকলকে দায়িত্বশীল হওয়ার পাশাপাশি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে আন্তরিক হওয়ারও আহবান জানান।তিনি বলেন, যে ঘুষ নেবে সেই কেবল অপরাধী নয়, যে ঘুষ দেবে সে ও অপরাধী। কাজেই দুর্নীতির কারণে আমাদের উন্নয়নটা যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়ে সকলকে খেয়াল রাখতে হবে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূলত প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা দলিল।একইভাবে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের সঙ্গে এবং দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানগণ মাঠ পর্যায়ের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এ কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ বছরের চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশে প্রথম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা এপিএ প্রবর্তন করা হয়। এবার ৬ষ্ঠ বছরের মত এ চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের যে মানুষগুলি তাঁদেরকে সকল নাগরিক সুবিধাটা আমরা দিতে চাই। যাতে করে তাদেরকে কাজ খোঁজার জন্য আর গ্রাম থেকে শহরে আসতে না হয়। নিজের গ্রামেই সব ধরনের আধুনিক সুযোগ সুবিধা তারা পেতে পারে।তিনি বলেন, মানুষের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ বাড়ার ফলে এবং যেহেতু আমরা ঘোষণা দিয়েছি 'আমার গ্রাম আমার শহর' তাই যত্রতত্র দালান কোঠা ও স্থাপনা তৈরী হওয়ায় কৃষিজমি কমে যাওয়ার একটা আশংকা দেখা দিয়েছে।এ বিষয়ে মাষ্টার প্লান থাকা এবং তা যথাযথভাবে কার্যকরের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,এটা বোধ হয় আমাদের একটু দেখা উচিত যে, কিভাবে আমাদের কৃষি জমিগুলোকে আমরা রক্ষা করবো। পরিবেশ এবং প্রতিবেশ রক্ষা করে উন্নয়ন যেন পরিকল্পিতভাবে করা যায়।

শিল্পায়নের জন্য সারাদেশে একশ' বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন,যত্র তত্র যেখানে সেখানে ঘর-বাড়ি এবং কল কারখানা এভাবে যদি হতে থাকে তাহলে যেমন আমাদের আবাদি জমিও নষ্ট হবে তেমনি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য নাগরিক সুবিধা দেওয়াটাও একটু কঠিন হয়ে যাবে।তিনি এজন্য মানুষকে বোঝানোর এবং নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপনা নির্মান করলে তারা যে সুবিধাগুলো পাবেন সেগুলো সম্পর্কে তাঁদের অবহিতকরণের জন্য প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান।একইসঙ্গে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে একটি বৈশ্বিক সমস্যা আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাধি নির্মূলে সরকারের সাফল্য তুলে ধরেন এবং এই ধারা অব্যাহত রাখার, যাতে করে কোনভাবেই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, সে বিষয়ে সকলকে সজাগ থাকারও আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়,বিভাগ এবং দপ্তরের সিনিয়র সচিব এবং সচিববৃন্দ একযোগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে একে একে প্রধানমন্ত্রীর হাতে তা তুলে দেন।বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি সম্পাদনের সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ অনুষ্ঠানে ১০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে সম্মাননা পত্র এবং ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।এরমধ্যে ২০১৭-১৮ সালের বার্ষিক কর্মসংস্থান চুক্তি সম্পাদনে সাফল্যের বিবেচনায় বিদ্যুৎ বিভাগ প্রথম, বাস্তবায়ন, পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ দ্বিতীয় এবং জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ বিভাগ তৃতীয় স্থান অর্জন করায় অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিবদের হাতে প্রধানমন্ত্রী ক্রেষ্ট এবং সম্মাননা পত্র তুলে দেন।শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং সরকারী কর্মচারিদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানে সরকার প্রদত্ত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার লাভ করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আব্দুল মালেক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে তাঁর মন্ত্রণালয়ের সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরুপ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে সম্মাননা পত্র গ্রহণ করেন।বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রলালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা বিভাগ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সচিবগণও প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে এপিএ'র সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা পত্র গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, মন্ত্রী পরিষদ সচিব মো. শফিউল আলম, মুখ্য সচিব মো. নজিবুর রহমান এবং বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব ড়আহমেদ কায়কাউস বক্তৃতা করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মো. আবুল কালাম আজাদ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাবৃন্দ, বিভিন্ন সিনিয়র সচিব এবং সচিববৃন্দ, বিভিন্ন বিভাগ এবং দপ্তরের প্রধানগণ, বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানের শুরুতে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের ওপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রদর্শিত হয়।ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২১ সালে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করব। সেইসঙ্গে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত সময়কে আমরা 'মুজিব বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছি।

তিনি বলেন, এর মধ্যে বাংলাদেশে একটা ভিক্ষুকও থাকবে না। একটা মানুষও গৃহহারা থাকবে না। একটা মানুষও না খেয়ে কষ্ট পাবে না।বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন,অন্তত মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো আমরা পূরণ করব। তাদের জীবনের ন্যূনতম চাহিদা, সেটা যেনো আমরা পূরণ করতে পারি, সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমস্ত পরিকল্পনা, সমস্ত কাজ করতে হবে।আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার কথাও বলেন শেখ হাসিনা।তিনি বলেন, গ্রামের জনগণকে যেন শহরে ভিড় করতে না হয়। নিজের গ্রামেই তারা যেন সব ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রশাসনের কর্মকর্তাদের আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার ফলেই দেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের মানুষ অপনাদের কাজের সুফল পাচ্ছে।তিনি বলেন, কর্মকর্তাদের কাজের ফলেই আমাদের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে, মাথা পিছু আয় বেড়েছে। দেশ এগিয়ে যাওয়া এবং মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়ে যাওয়ার ফলেই আজ আমরা ৫ লাখ ২৩ হাজার কোটি টাকার বাজেট দিতে পেরেছি।শেখ হাসিনা বলেন, দীর্ঘ পরিকল্পনা ছাড়া দেশকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। এ কারণে আমরা সবসময় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছি। আগামী ২১ এবং ৪১ সালকে সামনে রেখে আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এই পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত হলে ৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নত একটি দেশ।চীনের প্রবৃদ্ধির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন,চীনের থেকেও আমাদের প্রবৃদ্ধ বেশি। আমাদের প্রবৃদ্ধি ইতোমধ্যে ৮ দশমিক ১ ভাগে পৌঁছেছে। এ অর্থবছরের শেষ নাগাদ ৮ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনই আমাদের লক্ষ্য। আর এটা আমরা করতে পারব বলেই বিশ্বাস করিদুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের সাফল্য তুলে ধরে দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা প্রসংগে সরকারের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থাকার আভাস দেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের দেশে আছেই এবং ভৌগোলিক কারণেই এটা হয়ে থাকে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন সারাদেশে বন্যা চলছে। এ বন্যা পাহাড়ি, হাওর বা একটু উচু অঞ্চলে আছে। এ পানিটা ধীরগতিতে নেমে আসতে আসলে নিম্ন অঞ্চলগুলো প্লাবিত হবে। এ জন্য আপনারা সাবধান থাকবেন।তিনি প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকার আহবান জানিয়ে বলেন, বন্যায় মানুষের যেন প্রাণহানি না ঘটে এবং খাদ্যের জন্য মানুষ যেন কষ্ট না পায়। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এ বিষয়ে নির্দেশনা দেবেন।দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নে তাঁর সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকে কর্মসম্পাদন চুক্তির ফলে দ্রুত দেশটা উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।তিনি বলেন, আমি মনে করি, লাল ফিতার দৌরাত্ম কমেছে এবং আমাদের কাজে গতিশীলতা বেড়েছে, দক্ষতা বেড়েছে। সেই সাথে কাজের আগ্রহটও বেড়েছে।এ প্রসঙ্গে সরকার প্রধান বলেন, এখন তো ডিজিটাল যুগ। তার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের চলতে হবে। কিভাবে কোন কাজটা করলে দেশটা আরও উন্নত হতে পারে বা দ্রুত আমরা কাজটি করে লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পারব, সেটা আপনাদের চিন্তা করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়নে সফলতার স্বীকৃতি হিসেবে সম্মাননাপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে অভিনন্দন জানান।

বাংলাদেশের নদ-নদীগুলোর জল বৃদ্ধির ফলে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ১৩।। অতি ভারী বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে দেশের নদ-নদীগুলোর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ফলে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে।

নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দেয়ে প্রবাহিত হওয়ায় দেশের নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। গত ২৪ ঘন্টায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের ৯৩টি পানি সমতল স্টেশনের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সুরমা, কুশিয়ারা, মনু, ধলাই, খোয়াই, সোমেশ্বরী, কংস, হালদা, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, ধরলা, তিস্তা, ঘাগট, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা এই ১৫টি নদীর পানি ২৩টি পয়েন্টে বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বিভিন্ন নদ-নদীর পানি ৭৯টি পয়েন্টে বৃদ্ধি ও ১১টি পয়েন্টে হ্রাস পেয়েছে। শুক্রুবার ৭টি নদীর ১২টি পয়েন্টে পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।বন্যা পূনর্বাসনে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বন্যা উপদ্রত এলাকায় পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয়েছে এবং বন্যা পরিস্থিতি মনিটরিংয়ে কন্টোল রুম খোলা হয়েছে। সিভিল সার্জনের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে মেডিকেল টিম এবং জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে ত্রাণ কার্যক্রম তদারকি করা হচ্ছে।

জেলায় তিস্তা নদীর পানি শনিবার বিপদসীমার ৩০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এতে জেলার বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার ডিমলা উপজেলার পূর্বছাতনাই, খগাখড়িবাড়ি, টেপাখড়িবাড়ি, খালিশা চাঁপানী, ঝুনাগাছ চাঁপানী, গয়াবাড়ি ও জলঢাকা উপজেলার গোলমুন্ডা ইউনিয়নের তিস্তা নদী বেস্টিত প্রায় ১৫ টি চর গ্রামের প্রায় ২০ সহস্রাধিক পরিবার পানিবন্দী রয়েছে।ওই এলাকার জনপ্রতিনিধিরা জানান, পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে অবনতি ঘটায় বন্যাকবলিত এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে নেয়া হচ্ছে।

ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক শাহিনুর আলম বলেন, 'বন্যাকবলিত ডিমলা উপজেলায় ১৫০ মেট্রিকটন চাল, এক হাজার ৫০০ প্যাকেট শুকনা খাবার, দুই লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এসব বিতরণের কার্যক্রম চলছে। আরো নূতন করে ৫০০ মেট্রিক টন চাল, ৫ লাখ টাকা, ২ হাজার প্যাকেট শুকনা খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী হাসান মাহমুদ জানান, বেলা ১২ টায় সারিয়াকান্দি উপজেলার মথুরাপাড়ায় যমুনা নদীর পানি বিপদ সীমার ৩ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ দশমিক ৭৩ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা মোকাবিলায় ব্যাপক প্রস্তুতি রয়েছে বলে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে। জেলা ত্রান কর্মকর্তা আজাহার আলী মন্ডল জানান, ২ হাজার কার্টুন শুকনা খাবার, ২০০ মেট্রিক টন চাল ও নগদ ৩ লাখ টাকা হাতে রয়েছে। ইতোমধ্যে জেলার বন্যা প্রবন এলাকা সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও ধুনট উপজেলায় পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট পাঠানো হয়েছে।৫ দিনের ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জের ৬টি উপজেলার বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। জেলা শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সুরমা নদীর পানি শনিবার ৪টা পর্যন্ত বিপদসীমার ৮৭ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলা সদরের সঙ্গে তাহিরপুর, জামালগঞ্জ, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার সরাসরি যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। সুনামগঞ্জ-হালুয়ারঘাট সড়ক ভেঙে সদর উপজেলার কোরবাননগর ইউনিয়নের একাংশ, সুরমা ইউনিয়নের একাংশ, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়ন এবং দোয়ারাবাজার উপজেলার লক্ষীপুর ইউনিয়নের একাংশের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই সড়কের ভাঙন বড় হচ্ছে। এই ভাঙন দিয়ে সুরমা'র পানি কোরবাননগরের ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত করছে। শহরের নবীনগর, হাছননগর, শান্তিবাগ, নতুনপাড়া, বাঁধনপাড়াসহ পূর্বাঞ্চলে ঘরবাড়িতে পানি ওঠার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আবু বকর সিদ্দিক ভুইয়া জানান, সুরমা নদীর পানি সুনামগঞ্জ পয়েন্টে বিপদসীমার ৮৭ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা, দোয়ারাবাজার উপজেলা, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা, জামালগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগে বন্যাকবলিত মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।কুড়িগ্রাম জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থির অবনতি হয়েছে। চরাঞ্চলের প্রায় দু'শতাধিক গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে ১০ হাজার পরিবারের প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বিপৎসীমার ৩০ সেন্টিমিটার ও ধরলা নদীর পানি বিপৎসীমার ৩৫ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তিস্তার পানিও বিপদসীমা ছুঁই ছুঁই করছে। রৌমারী উপজেলার বাগুয়ারচরে নদী ভাঙনের কারণে ৫০টি পরিবার গৃহহীন হয়েছে।

এদিকে, সদরের হলোখানা ইউনিয়নের সারডোব, উলিপুর উপজেলা বজরা ইউনিয়নের চাঁদনির চর বজরায় এবং রাজারহাট উপজেলার বিদ্যানন্দ ইউনিয়নের গাবুর হেলান গ্রামে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ হুমকির মুখে রয়েছে।কুড়িগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক,হাফিজুর রহমান জানান, বন্যা মোকাবেলায় সব ধরণের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। বন্যার্তদের জন্য এ পর্যন্ত ৫০ মেট্রিক টন চাল, ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা ও ২ হাজার শুকনো খাবারের প্যাকেট উপজেলা পর্যায়ে বন্টন করা হয়েছে। মজুদ আছে ১৫০ মেট্রিক টন চাল ও ৩ লাখ টাকা।

শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নের ৪০টি গ্রামের নিসাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। এতে পানিবন্দী রয়েছে ৫ হাজার পরিবার। প্লাবিত গ্রাম গুলোর কাঁচা ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, রোপা আমন ধানের বীজতলা, সবজি, পুকুরের মাছ পানিতে তলিয়ে গেছে।বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে পরিস্থিতি আরো অবনতি হওয়ার আশংকা উপজেলা প্রশাসনের। তবে যেকোন পরিস্থিতি সামাল দিতে উপজেলা প্রশাসন প্রস্তুত আছে বলে জানান ঝিনাইগাতী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. হুমায়ুন কবির জানান, ৬৮ হেক্টর জমির রোপা আমন বীজতলা আংশিক ও ৪৪ হেক্টর জমির সম্পূর্ণ এবং ১১ হেক্টর জমির সবজি আবাদ আংশিক ও ৮ হেক্টর জমির সম্পূর্ণ আবাদ ঢলের পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক এটিএম জিয়াউল হক বলেন, বন্যা পরিস্থিতি এখনও অবনতি হয়নি। তবে কিছু নিসাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত রয়েছি। এজন্য একটি বন্যা কন্টোলরুম খোলা হয়েছে।

টাঙ্গাইলে জোয়ারের পানি আসার শুরুতেই যমুনা নদীতে তীব্র ভাঙন দেখা দিয়েছে। ফলে বর্ষার শুরুতেই টাঙ্গাইল সদর উপজেলার মাহমুদনগর ইউনিয়ন ও ভূঞাপুর উপজেলার গোবিন্দাসী ইউনিয়নের ঘর-বাড়ি ও ফসলি জমি যমুনার পেটে চলে যাচ্ছে।

কুষ্টিয়া জেলার পদ্মা-গড়াই নদীতে পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে বন্যা বা বড় ধরণের ক্ষতির আশংকা নেই।কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী পিযুষ কুন্ডু জানান, গত তিনদিনে পদ্মা নদীতে পানি বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৪ সেন্টিমিটার।শনিবার বিকেল ৪টা পর্যন্ত পদ্মা নদীর হাডিংঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে পানি ৮ দশমিক ৪ সেন্টিমিটার রেকর্ড করা হয়েছে। এখানে বিপদসীমা ১৪ দশমিক ২৫ সেন্টিমিটার নির্ধারণ রয়েছে। গড়াই নদীর রেলসেতু পয়েন্টে ৬ দশমিক ৪ সেন্টিমিটার রেকর্ড করা হয়েছে। এখানে বিপদসীমা ১২ দশমিক ৭৫ সেন্টিমিটার নির্ধারণ আছে।

বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিবেশ অত্যন্ত অনুকূল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ১৩।। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে আরো জোরদার হচ্ছে। দেশটির অভ্যন্তরীণ বাজারের ব্যাপক চাহিদার বিষয়টি বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিবেচনায় রেখেছে।

নিক্কেই এশিয়ান রিভিওয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৬ কোটি ৮০ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত দক্ষিণ এশিয়ার একটি অত্যন্ত কৌশলগত স্থানে অবস্থিত বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বয়স ২৫ বছরের কম। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী ক্রমবর্ধমান বাজার হিসেবে দেখছে।ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ইউএনসিটিএডি) জানিয়েছে, গত বছর বাংলাদেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের (এফডিআই) পরিমাণ ৬৮ শতাংশ বেড়ে রেকর্ড ৩ দশমিক ৬১ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। ২০১১ সালের চেয়ে এটা তিনগুণ বেশি।জাপান টোবাকো বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সিগারেট নির্মাতা আকিজ গ্রুপের কোম্পানি ঢাকা টোবাকোকে ১ দশমিক ৫ বিলিয়ান মার্কিন ডলারের বিনিময় ক্রয় করেছে। এর ফলে দেশে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে।

অন্যান্য প্রধান বিনিয়োগের মধ্যে চীনের সাংহাই ও শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্চ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ২৫ শতাংশ স্টেক কিনেছে। এটি বেইজিংয়ের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের একটি অংশ। এছাড়া চীনের আলিবাবা গ্রুপ হোল্ডিং এর কোম্পানি আলিপে মোবাইল আর্থিক সেবাদানকারী কোম্পানি বিকাশের ২০ শতাংশ শেয়ার কিনেছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের বাংলাদেশের প্রতিনিধি র্যাগনার গুডমুন্ডসন নিক্কেই এশিয়ান রিভিউকে বলেন, 'এটা ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ বাড়াতে চলমান সংস্কারের গুরুত্বের পাশাপাশি দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের গুরুত্বকে তুলে ধরেছে।'তিনি আশা করেন যে, ২০১৯ সালের জুন মাসের শেষ নাগাদ চলতি অর্থবছরের এফডিআই গত বছরের তুলনায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে মেট্রোরেল, সেতু, টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রকল্প নির্মাণ করছে। এতে শত শত কোটি মার্কিন ডলারের বিদেশী বিনিয়োগ রয়েছে। এর অধিকাংশই এসেছে চীন ও জাপান থেকে।দেশজুড়ে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের অন্যতম প্রধান কৌশল।এর কারণে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই জাপানের সুমিতোতো, সোজিৎজ, নিপ্পন স্টিল, শিনওয়া ও মারুহিসার মতো কোম্পানিগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশে ইকোনোমিক জোনস অথোরিটি (বেজা) জানিয়েছে, সোজিৎজ একাই বন্দর নগরী চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে একটি বেসরকারি বন্দর ও শিল্প পার্ক নির্মাণে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে।ইতোমধ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে ১৭.৯ বিলিয়ান বিদেশী বিনিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে।বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ সুযোগ সুবিধার দেশ। আপনি এর মূল্যায়ন করতে পারেন।বিডা প্রধানমন্ত্রীর অফিসের একটি শাখা। এটি বিদেশী বিনিয়োগের ব্যাপারে প্রচারণা চালায়।ইউএনসিটিএডি জানায়, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এফডিআই এর ক্ষেত্রে ভারতের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান।

তৈরি পোশাক শিল্পে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনামের চেয়ে এফডিআই এ পিছিয়ে আছে। দেশটির এফডিআই'র পরিমাণ ১৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে বাংলাদেশ মিয়ানমার, ইথিওপিয়া ও কম্বোডিয়ার চেয়ে এগিয়ে আছে। মিয়ানমার, ইথিওপিয়া ও কম্বোডিয়ার এফডিআই'র যথাক্রমে ৩.৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৩.৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ৩.১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।ঢাকায় নিযুক্ত বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক শীর্ষ অর্থনীতিবিত ড় জাহিদ হোসেন বলেন, জনসংখ্যা এবং ভৌগলিক দিক থেকে অনুকূল অবস্থান দেশটিকে ভারত, চীন ও জাপানের বড় বাজারের কাছাকাছি নিয়ে গেছে, এই দু'টোই বাংলাদেশের অর্থনীতির মৌলিক শক্তি।জাহিদ হোসেন বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক এবং অবকাঠামোগত দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান দুর্বল হলেও ওয়াল্ড ইকোনমিক ফোরামের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক সূচকে সামষ্টিক অর্থনীতি নীতির কারণে বাংলাদেশ অনেকটাই ভাল অবস্থানে রয়েছে। তিনি বলেন, মূদ্রা বিনিময় হার ঘ ঘন রদবদল হলেও বাংলাদেশ সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশিলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি চলতি অর্থবছরের ৩০ জুন নাগাদ ৮ দশমিক ১৩ শতাংশ সম্প্রসারিত বলে ধারনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ৩ শতাধিক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতির প্রায় ৭৫ শতাংশই বেসরকারি খাতের। অর্থনীতির অন্যান্য সূচকের চিত্রও প্রায় একই ধরনের।

সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরে রফতানি ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এরমধ্যে ৮০ শতাংশই এসেছে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্প থেকে।বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে, বিগত অর্থ বছরে ১২ বিলিয়নেরও অধিক প্রবাসী বাংলাদেশী দেশে ১৬ দশমিক ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাঠিয়েছে। প্রবাসীদের পাঠানো এই অর্থ অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে সর্বোচ্চ। উপসাগরীয় দেশসমূহে বাংলাদেশী শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি এবং অবৈধ পথে দেশে অর্থ পাঠানো বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ায় এই সফলতা এসেছে।

অর্থ মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তারা জানায়, আগামী ৩০ জুন সমাপ্ত চলতি অর্থ বছরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাঠানো রেমিটেন্স ২ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। যা, ৩৬২ মিলিয়ন ডলারের বাজেট বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। এ সময়ে শুধু ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে দেশে প্রবাসীদের অর্থ পাঠানো বৃদ্ধি পাবে না, অবৈধ পথে দেশে অর্থ পাঠানোর প্রবনতায়ও প্রবাসীরা নিরুৎসাহিত হবেন।

গত জুন মাসে বাংলাদেশের বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩১ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ডলার। পাচঁ মাসের অধিক সময় আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য এই অর্থ যথেষ্ট।অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ নিশ্চিত করাসহ অন্যান্য খাতে সরকারকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। ব্যাংক সেক্টরে কিছু সমস্যা রয়েই গেছে। গত মার্চ মাসের পরিসংখ্যান অনুযায়ি খেলাপি ঋণের পরিমান ছিল ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেশের ৬২ বিলিয়ন জাতীয় বাজেটের প্রায় ২০ শতাংশ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।ড় জাহিদ হোসেন বলেন, তৈরি পোশাক শিল্প খাত, কৃষি এবং রেমিটেন্স অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। নতুন অথনীতির পিলার সৃষ্টির ক্ষেত্রে দৃশ্যমান কোন অগ্রগতি নেই। বিনিয়োগ ও উৎপাদনে অগ্রগতি না হলে এই প্রবৃদ্ধি টেকসই হবে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশ যদি দেশটির অলস শ্রম শক্তিকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারে, তাহলে দেশেটির আরো দ্রুত উন্নতি হবে।

বাংলাদেশের পাবনা ও ময়মনসিংহে বজ্রপাতে ৭ জন নিহত

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ১৩।। বাংলাদেশের পাবনা ও ময়মনসিংহে শনিবার বজ্রপাতে মোট সাতজন নিহত হয়েছেন।এদের মধ্যে পাবনার বেড়া উপজেলায় বজ্রপাতে চারজন এবং ময়মনসিংহের ফুলপুর ও ফুলবাড়িয়ায় উপজেলায় পৃথক বজ্রপাতে তিনজন নিহত হয়েছেন।

পাবনা জেলার বেড়া উপজেলায় বজ্রপাতে একই পরিবারের তিনজনসহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন বেড়া উপজেলার চাকলা ইউনিয়নের পাচুরিয়া গ্রামের মোতালেব সরদার (৫৫) এবং তার দুইপুত্র ফরিদ সরদার (২২) ও শরিফ সরদার (১৮)। এছাড়াও একই গ্রামের রহম আলী (৫২) নামে আরেক ব্যক্তি বজ্রপাতে নিহত হন।

বেড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসিফ

ছয়ের পাতায়

দক্ষিণ কোরিয়াকে আরো বিনিয়োগের আহ্বান জানাবে বাংলাদেশ : পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ১৩।। বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার আরো বিনিয়োগের আহ্বান জানাবে ঢাকা।দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী লী নাক ইয়ান ঢাকা সফরকালে এ আহ্বান জানানো হবে। তিনি শনিবার বিকেলে তিন দিনের সরকারি সফরে ঢাকায় এসেছেন।

দু'দেশের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার এবং বাণিজ্য সম্পর্কের নতুন ক্ষেত্র খুঁজে বের করাই তার এ সফরের লক্ষ্য। পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন আজ দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী লী'র ঢাকা পৌঁছার প্রাক্কালে এ কথা বলেন।তিনি বলেন, দক্ষিণ কোরিয়া নতুন পণ্য উৎপাদনে খুবই সৃষ্টিশীল। আমরা নতুন নতুন পণ্য উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে আরো বিনিযোগ করতে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতি আহ্বান জানাব।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন চট্রগ্রামে কোরিয়ান ইপিজেডের কেইপিজেড) উল্লেখ করে বলেন, এটি এখনো পুরোপুরি ব্যবহৃত হয়নি। ঢাকা কেইপিজেডের দেয়া সুবিধা লুফে নিতে এখানে আরো বিনিয়োগ করতে সফরকারি কোরীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহবান জানাবে ঢাকা। তিনি বলেন, কোরীয় কোম্পানিগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমরা কেইপিজেডে অনেক জমি বরাদ্দ রেখেছি।আবদুল মোমেন বলেন, পাশাপাশি আমরা দেশের আইটি সেক্টরের আরো উন্নতির জন্য কোরীয় কারিগরি সহায়তা কামনা করব। তিনি বলেন, বাংলাদেশ রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে কোরিয়ার সহায়তা কামনা করবেন। তিনি বলেন, আমরা রোহিঙ্গা ইস্যুটি নিয়ে অবশ্যই নিয়ে আলোচনা করব। সকলের সঙ্গে আলোচনায় এই ইস্যুটি স্থান পাচ্ছে। এখানেও এটি আলোচনায় স্থান পাবে। আমরা রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে তাদের সহায়তা কামনা করব।

আজ রোববার বিকেল ৪টা ১৫মিনিটে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী লী'র মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠক শেষে দু'দেশের মধ্যে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে।বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং কোরীয় বাণিজ্য বিনিয়োগ প্রমোশন এজেন্সি (কেওটিআরএ) এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কোরীয় ন্যাশনাল ডিপ্লোমেটিক একাডেমি ও বাংলাদেশ ফরেন সার্ভির্স একাডেমির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ও কোরিয়ান সাংস্কৃতিক বিনিময় সংক্রান্ত একটি দলিলও স্বাক্ষর হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন দক্ষিণ কোরিয়ার আর্থিক সেক্টরে বিশেষ করে এসএমই সেক্টরে ও মানবসম্পদ খাতে উল্লেখ যোগ্য অগ্রগতির প্রশংসা করে বলেন, দক্ষিণ কোরিয়া আর্থিক সেক্টর ব্যবস্থাপনায় খুবই পারদর্শী, তারা কখনো অর্থনৈতিক সংকটে পড়েনি, আমরা তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ে শিক্ষা নিতে চাই।দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী শনিবার বিকেল ৫ টা ৪০ মিনিটে বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইটে হযরত শাহ জালাল আর্নজাতিক বিমানবন্দরে অবতরন করেন। তাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেয়া হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান।দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, সফরকালে লী নিরাপত্তা, ব্যবসা-বাণিজ্য, মানুষে মানুষে যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী লী সরকারি সফরের প্রথমদিন রোববার সকালে সাভারে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাবেন।এর পর তিনি সাভারের ইপিজেড-এ ইয়াং ওয়ান হাইটেক স্পোটসওয়ার এবং ঢাকার মুগদায় এডভান্স নার্সিং এডুকেশন এন্ড রিসার্চ পরিদর্শন করবেন।দুপুরে লী হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এফবিসিসিআই ও কেআইটিএ আয়োজিত বাংলাদেশ-কোরিয়া বিজনেস ফোরামে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করবেন।দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী সন্ধ্যায়

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

গরম ও বৃষ্টিতে নটেশাক

গরমকালে তেমনই নটেশাক। নটেশাক বাজারে সাধারণত দুই ধরনের পাওয়া যায়— সবুজ নটে ও রাঙা নটে। আর এক রকম শাক হল কাঁটা নটে। প্রায় সব শাকেই অ্যালক্যালি বা ক্ষার পদার্থ বেশি। নটেশাকও আছে প্রচুর ক্ষার। নটেশাকের শেকড় ও পাতা নানা রোগে ওষুধ হিসেবেও খাওয়া হয়। সবুজ নটে থেকে লাল নটে বেশি উপকারী। গরম কালেও বর্ষাকালে বেশি ফলন হয়। হিন্দিতে নটেশাককে চৌলাই শাক বলে।

বাঙালি বাড়িতে গ্রীষ্ম, বর্ষা দুই ঋতুতেই এ শাকভাজা ও চচ্চড়ি রান্না করে খাওয়া হয়। এ শাক সহজে হজম হয় ও শরীরে নানা ব্যধিতে ওষুধের কাজ করে। নটেশাকের কচি পাতা বা ভাজা, চচ্চড়ি বা সেদ্ধ করে খেলে মল পরিষ্কার হয়। শরীরের পক্ষে শীতল অর্থাৎ গরমে শরীর ঠান্ডা রাখে।

রক্তের দোষ, দূর করে, পথ্য হিসেবেও উপকারী। গুজরাতিরা নটেশাক ভাজায় বেসন, টকদই, হিং ইত্যাদি মিশিয়ে কড়হি, বা টক ঝোল বা ঝোলতরকারি তৈরি করে। এটি গরম ভাতের সঙ্গে খেতে সুস্বাদু। এ ব্যঞ্জন খেলে মুখে রুচি ফেরে। শরীরের পক্ষে উপকারী।

নটেশাক রান্নার আরেকটি পদ্ধতি—

নটেশাক অল্প তেলে নেড়েচেড়ে নিয়ে জল ও আন্দাজ মতো নুন মিশিয়ে সেদ্ধ করে নিন। নামাবার আগে কচি কাঁচা আমের কুচি বা একটু ঘোল মিশিয়ে দিন। খেতে ভালই লাগবে শরীরের পক্ষেও ভাল।

রোগ সারাতে নটেশাক ঃ

ত্বকের সব অসুখ এমনকী কুষ্ঠরোগ ও চর্মরোগে নটেশাক খেলে উপকার হয়।

যন্ত্রণাদায়ক প্রমেহ, যৌনব্যাধি ও প্রস্রাবের অসুখ, শরীরের ফুলে ওঠা ও ব্যথা ইত্যাদির উপশম হয়।

যারা মা হতে চলেছেন— সদ্য মা হয়েছেন — সকলেই নটেশাক খেলে উপকার পাবেন।

যারা শরীরের দিক থেকে দুর্বল তাদেরও নির্ভয়ে এ শাক খেতে দেওয়া যেতে পারে।

চোখ জ্বালা করা, চোখ লাল হওয়া, চোখে পিচুটি জমা, চোখের পাতা জুড়ে যাওয়া প্রভৃতি সব অসুখ ও অস্বস্তি দূর করার জন্য নিয়মিত নটেশাক খাওয়া যেতে পারে।

নটেশাকের রস বের করে জলে মিশিয়ে খেলে বা শাকের ভাজা, ঘন্ট বা চচ্চড়ি ইত্যাদি খেলেও উদর রোগের উপকার হয়।

নটেশাকের রসে চিনি মিশিয়ে খেলে চুলকুনি সারে, হাতের তালু বা পায়ের তলা জ্বালা করা, প্রস্রাবে জ্বালা করা, বার বার প্রস্রাব হওয়া ইত্যাদি সারে।

নটেশাক বা কাঁটা নটের মূল বা শেকড় পিষে জলে সেদ্ধ করে ক্বাথ তৈরি করে দুই চামচ ক্বাথের সঙ্গে দুই চামচ মধু ও ভাতের ফ্যান আট বা চামচ মিশিয়ে খেলে মেয়েদের সব রকমের প্রদর রোগ সারে।

রক্তবিকার অর্থাৎ রক্তের দোষ, পিত্তবিকার বা পিত্তের দোষে কাঁটা নটেশাক খুব উপকারী।

কাঁটা নটেশাকের ক্ষার বা লবণ তৈরি করে নিয়মিত খেলে প্রস্রাব কম হওয়া, প্রস্রাবের জ্বালা পাথরি রোগে উপকার পাওয়া যায়।

পাথরির জন্য তীব্র যন্ত্রণা হলে নটেশাকের ক্ষার চার টেবিল চামচ নটেশাকের রসে মিশিয়ে ঘন্টায় একবার করে দুই তিনবার খাওয়ালে অনেক সময় পাথর ভেঙে বেরিয়ে যায়।

ধূমপায়ীদের রক্ষা করবে আপেল ও টমেটো

ধূমপান নিয়ে সারা বিশ্বের চিকিৎসক এবং গবেষক মহলে ভাবনার শেষ নেই। ধূমপানের কুফল সম্পর্কেও চলছে জোরদার প্রচার। আগামী ৫০ বছরে ধূমপানঘটিত অসুখ প্রায় মহামারীর আকার নেবে সারা পৃথিবীতে। এই যখন অবস্থা ঠিক তখনই আতঙ্কের মধ্যে আশার আলো দেখালেন আমেরিকার একদল গবেষক। তারা জানালেন, ধূমপানের ফলে যাদের ফুসফুস চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের রোগমুক্ত নতুন জীবনের স্বাদ দিতে পারে লাল টকটকে পাকা টমেটো এবং সতেজ আপেল। জফ হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথের গবেষকদের দীর্ঘ গবেষণায় উঠে এসেছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

১০ বছর বা তারও আগে ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন, এমন প্রায় ৫০ জনকে নিয়ে একটি সমীক্ষা করেছিলেন তারা। দেখা গেছে, নিয়মিত টমেটো এবং আপেল খাওয়ার ফলে তাদের ফুসফুস থেকে ধূমপানের ফলে ক্ষতির ছাপ আশ্চর্যজনকভাবে মুছে গেছে। এছাড়াও নিয়মিত প্রচুর ধূমপান করেন এমন ২০ জন ব্যক্তিকে নিয়মিত আপেল ও টমেটো খাইয়ে দেখা গেছে নির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে ধূমপানের ফলে যতটা ফুসফুসের ক্ষতি হওয়ার কথা, তার তুলনায় ক্ষতি হয়েছে নামমাত্র।

২০০২ সালে প্রথমবার ৬৫০ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের খাদ্যাভ্যাস, ধূমপান এবং ফুসফুসের অবস্থা নিয়ে গবেষণা শুরু করে এই গবেষক দলটি। ১০ বছর পরে ফের তাদের ওপরই পরীক্ষা চালানো হয় এবং ফুসফুসের অবস্থা বিচার করে নিয়মিত টমেটো, আপেল খাওয়ানো শুরু হয়। সেই গবেষণারই রিপোর্ট হাতে এসেছে সম্প্রতি।

তবে শুধু আপেল বা টমেটোই নয়, গবেষকরা বলছেন, যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক যদি প্রতিদিন গড়ে তিনটি করে তাজা ফল খান, তা হলে তাদের ফুসফুস অন্যদের তুলনায় প্রায় ৭০ শতাংশ ভালো থাকবে। তবে ক্ষেত্রে অবশ্যই সব থেকে ভালো কাজ দেবে টমেটো ও আপেল। কিন্তু প্রক্রিয়াজাত ফলে এই সুফল মিলবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন গবেষকরা।

ফুসফুসে কাশি হওয়ার কারণ

ফুসফুসে যক্ষ্মা একটি সংক্রামক রোগ। এ রোগে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার মতো সুস্পষ্ট কোনো লক্ষণ নেই। কারণ অনেক ধরনের বক্ষব্যাধিতে একই ধরনের লক্ষণ থাকতে পারে। ফুসফুসের যক্ষ্মার লক্ষণগুলো হলো কফ কাশি, কাশির সঙ্গে রক্ত যাওয়া, বুকে ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, জ্বর ওজন কমে যাওয়া। এ রোগে সব ধরনের জ্বরই থাকতে পারে, যদিও অনেকে মনে করেন বিকালের দিকে খুসখুস করে কাশির সঙ্গে জ্বর থাকা এবং রাতে প্রচুর ঘাম হওয়া একটি বড় লক্ষণ আগেই লিখেছি এ ধরনের সমস্যাগুলো অনেক ধরনের বক্ষব্যাধিতেই থাকতে পারে। এ রোগের চিকিৎসার সফলতা নির্ভর করবে চিকিৎসকের কাছে রোগীর বশ্যতা স্বীকার করার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ রোগীর চিকিৎসকের পরামর্শ এবং নির্দেশ অনুসরণ করা একান্ত জরুরি। রোগী ও চিকিৎসকের সফলতার একটি প্রধান দিক উপযুক্ত ওষুধ দেয়া। ছোঁয়াচে রোগীকেও হাসপাতালে রাখার বিশেষ দরকার নেই। একসঙ্গে একাধিক ওষুধ প্রয়োগ দরকার যাতে জীবাণুগুলো ওষুধের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করতে না পারে। আজকাল আগের নিয়মানুযায়ী ১৫ মাস, ২২ মাস মেয়াদের চিকিৎসা দেয়া হয় না। বিশেষ কিছু কারণে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেনি কিন্তু ওষুধের প্রতি সেনসেটিভ রয়েছেন এবং তার কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই এমন অবস্থায় আরোগ্য আশায় কিছুটা দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা অবলম্বন করা যেতে পারে। যক্ষ্মা চিকিৎসায় দুই ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হয়। প্রথম শ্রেণির ওষুধগুলো রিফামপিসিন, পাইরাজিনামাইড আইএনএইচ স্ট্রেপটোমাইসিন ও ইথামবুটল। দ্বিতীয় শ্রেণিতে রয়েছে ওষুধের আয়াসিটাজোন, পিএএস এথিওনেমাইড, সাইক্লোসিরিন, কেনামাইসিন কেপরিওমাইসিন। দ্বিতীয় শ্রেণির ওষুধের গুরুত্ব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে, যেমন— পিএএস বেশ প্রবলভাবে পরিপাকতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে। লিভারের ওপর আক্রমণের ফলে হেপাটাইটিস হতে পারে। সাধারণত আজকাল ৬ মাস ও ৯ মাস মেয়াদে যক্ষ্মার চিকিৎসা দেয়া হয়ে থাকে। প্রথম দুই মাসে সাধারণত আইএনএইচ, রিফামপিসিন ও পাইরাজিনমাইড ব্যবহৃত হয়। আবার আইএনএইচ, রিফামপিসিন, পাইরাজিনামাইড ও ইথামবুটল, স্ট্রেপটোমাইসিন ব্যবহার করা হয় এবং পরের ৭ মাসের আইএনএইচ ও রিফামপিসিন ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া বিরতিহীন চিকিৎসার পরিবর্তে স্থগিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় ক্ষেত্রবিশেষের উদ্দেশ্যে। এ ধারায় চিকিৎসা অসহনীয় শক্তিশালী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে কিছুটা অব্যাহতি পাওয়া যায়। এটাও চিকিৎসার একটা ধরন। আইএনএইচ ওষুধ দামের দিক থেকে সুবিধাজনক। এটি জীবাণু ধ্বংসকারী ও দেহে সম্পূর্ণ শোষিত হয়। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে লিভারের প্রদাহ দেখা দিতে পারে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থাৎ ৩৫ বছরের উর্ধ্বে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে প্রথমেই আইএনএইচের নাম চলে আসে। এ ওষুধের প্রভাবে শরীর থেকে পাইরিডক্সিন বা ভিটামিন বি ৬ প্রসারের সঙ্গে নিষ্কাশন হয় এবং সেজন্য পেরিফেরাল নিউরোপেথি হতে পারে। পানাসক্ত ও গর্ভবতী মায়ের বেলায় রিফামপিসিন প্রথম শ্রেণির ওষুধ। আইএনএইচের মতোই জীবাণু ধ্বংসকারী ও বংশ বৃদ্ধিকারী জীবাণুর ওপর কার্যকর।

অ্যালেনের ছাত্র ঋতুরামের স্বপ্ন ডাক্তার হওয়ার

আগরতলা, ১৪ জুলাই।। সাফল্য সহজে আসে না। কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সাফল্য আসে। পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন উদয়পুরের খোকন বৈদ্য ও রত্না দত্তের ছেলে ঋতুরাম। গরীব পরিবারের ছেলে ঋতুরাম ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চান। এমবিবিএস করার পর সে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। দরিদ্র এই পরিবারের অন্যতম সদস্য তথা ঋতুরামের বোন মধুরিমা ক্যান্সার আক্রান্ত। বোনের কষ্টের জীবন যাপন তাকে অনেক বেশি দুখিত করে। এলএলইএন তথা এলএল ক্যারিয়ার ইন্টিটিউটে সে ভর্তি হয়। সেখান থেকে সে কোচিং নিয়ে এনইইটি পরীক্ষার পাশাপাশি ওবিআই বিভাগে সর্বভারতীয় র‍্যাকিং ১২৭৪ এবং ৩১৯ অর্জন করে। ভবিষ্যতে ঋতুরাম ডাক্তার হয়ে সমাজের ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করার স্বপ্ন দেখছেন।

প্রসবের পর শিশুর পরিচর্যা

নিরাপদে একটি শিশুকে প্রসব করাতে গেলে গর্ভবর্তী অবস্থায় মায়ের যত্ন, মায়ের টিকা, তার মানসিকতা এবং কোথায় সন্তান প্রসব হলে ভাল হয় সেগুলো মনে রাখা দরকার। আমরা জানি হাসপাতালে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রসব হলে ভাল হয় কারণ সেখানে উপযুক্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত সেবিকা বা স্বাস্থ্য কর্মীরা থাকেন যারা জানেন কিভাবে প্রসব ঠিকভাবে করানো যায় এবং জটিলতা হলে কী করা উচিত। প্রসব কোন নোংরা ব্যাপার নয় তাই তা যেন অবশ্যই আলোকিত ঘরে হয়। ঘর পরিষ্কার থাকবে। দরকার মত অক্সিজেন দেবার ব্যবস্থাও রাখতে হবে। এছাড়া আরও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকবে যেন শিশু জন্ম নেবার পর সুন্দর আলোকিত ঘরে প্রথম কাঁদতে পারে। শিশুটি যেন প্রথমেই মায়ের দুধ খেতে পারে। একে যেন কখনও অন্য কোন দুধ না দেওয়া হয়। যার জন্য ভারতবর্ষে একটা আইন রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে শিশু ৬ মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ খাবে। যদি কোন কারণে অন্য দুধ খাওয়ানো হয় তাও বোতলে খাওয়ানো যাবে না। এমন বলা হয় শিশুরা জন্মের পর থেকে শুধুমাত্র মায়ের দুধই খাবে। আলাদা পারিবারিক খাদ্য শিশু খাবে শিশুর ৬ মাস বয়সের পরে। যদিও কোন বাচ্চা মায়ের দুধ ২ বৎসর বয়স পর্যন্ত বা তার পরেও খেতে পারে। বাচ্চারা যেন শাল দুধ খায় এবং শুধুমাত্র মায়ের দুধ খেতে পারে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত। বর্তমানে ৬ মাস পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধ খাচ্ছে ৫৫.২ শতাংশ মা বেড়ে অবশ্যই ৮০ শতাংশ হওয়া উচিত। বাচ্চারা যখন ক্রমশ বাড়তে থাকে তখন তাদের মন, বুদ্ধি ও সামাজিক দিক ও বিকশিত হয়। যখন তার কোন অপুষ্টি থাকে না তখনই সে স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। বাচ্চারা যদি কোন জেনেটিক গন্ডগোল না থাকে তাহলে তার বিকাশ স্বাভাবিক হবে। সবচাইতে বেশি বৃদ্ধি হয় ১ বৎসর বয়সের মধ্যে এবং তারা বয়ঃসন্ধিতে। সূর্যের আলো, ভাল বাড়ির পরিবেশ, আদর ভালবাসা, যত্ন এসবই দরকার বাচ্চাটির সঠিক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যে। মায়ের যদি রুবেলা বা সিফিলিস রোগ থাকে তাহলে বাচ্চা মারা যেতে পারে। জন্মের পর পাতলা পায়খানা,হাম, ক্রিমি ইত্যাদি হলেও বাচ্চাদের বিকাশ কমে যায়। বাচ্চাটি মায়ের কত নম্বর বাচ্চা, দুটি বাচ্চার মধ্যে বয়সের ফারাক, মায়ের শিক্ষা, ধনী না দরিদ্র ঘর এসব কিছুই নির্ভর করে বাচ্চার বৃদ্ধি এবং বিকাশের উপর। ১-৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বলা হয় টডলার (প্রাক্ স্কুল শিশু) উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এদের খুব কমই খোঁজ খবর রাখা হয়। আমাদের দেশের সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে এরা ১২ শতাংশ। এইসব শিশুদের বেশিরভাগই গ্রামে পাহাড়ে কিংবা বস্তিগুলিতে বাস করে। এরাই কিন্তু আমাদের ভবিষ্যত। এদের প্রতি আমাদের আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই দেশে এইসব বাচ্চাদের মধ্যে ৪.৯ শতাংশ মারা যায় বিভিন্ন কারণে। অপুষ্টি ও ইনফেকশন এইসব বাচ্চাদের বেশি হয়। রক্তাল্পতা, চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া (জেরফথে লমিয়া), পাতলা পায়খানা, ডিফয়েরিয়া, হুপিং কাশি, হাম, চামড়া এবং চোখে ঘা ক্রিমি ইত্যাদি দেখা যায় শতকরা ৫ ভাগ বাচ্চারা ভিটামিন এ এর অভাবে ভোগে। এছাড়া নানা দুর্ঘটনা যেমন ব্যথা পাওয়া, জলে ডুবে যাওয়া, ইত্যাদি হতে পারে। কিছু কিছু রোগ শিশুদের মৃত্যু ঘটায় না কিন্তু পঙ্গু করে রাখে। যেমন অন্ধত্ব, শরীর অবশ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি, কিছু কিছু অসুস্থতার কারণে সারা জীবন কম বেশি ভুগতে হয়। যেমন হার্টের অসুখ ও মানসিক বিকলাঙ্গতা। দেখা গেছে ২৫-৩০ শতাংশ বাচ্চারা সঠিক ওজন এবং সঠিক উচ্চতা বয়স অনুযায়ী পায় না। প্রথম, ৫-৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বৃদ্ধি এবং বিকাশ ঘটে। এই সময় যদি কোন বিশেষ রোগে ভোগে তাহলে তার বৃদ্ধি এবং বিকাশ কমে যায়। এই সব বাচ্চাদের ধরতে হলে ডে কেয়ার সেন্টার, খেলাধুলার বলে বা বাচ্চাদের ক্লাবে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মীরা যদি এই সময়ে তাদের খাদ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কে উপদেশ দিতে পারেন তাহলে হয়ত অনেক বাচ্চা রক্ষা পেতে পারে। গলায় টনসিল ফুলে গেলে (স্ট্রেপটো কক্কাল ইনফেকশন) যদি তাদের সঠিক চিকিৎসা করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে ওরা রিউমেটিক হার্টের রোগ থেকে রক্ষা পাবে। মোটা হয়ে যাওয়া, প্রেসার বেড়ে যাওয়া, হার্টের অসুখ মানসিক রোগ সব এই বয়সেই শুরু হয়। এছাড়া পা বেঁকে থাকা কোমড় বেঁকে থাকা ইত্যাদিও এই বয়সেই চিকিৎসা করলে সুস্থ করা যায়। ভারতবর্ষে হরিয়ানা, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ ও গোয়াতে প্রচুর অপুষ্টির রোগী পাওয়া গেছে। এখনও এই দেশে শতকরা ৬৫ শতাংশ এর উপর বাচ্চারা অপুষ্টিতে ভোগে। এদের অসুখ বেশি হয় এবং মৃত্যুর হাড় বেড়ে যায়। সঠিক খাদ্য না পাওয়া, কিনতে না পারা, আলাদা খাদ্য বা ফাস্টফুড বাচ্চাকে খাওয়ানো এইসবই হল অপুষ্টির কারণ। এই জন্যই বার বার বলা হয় বাচ্চারা যেন শুধুমাত্র ৬ মাস মায়ের দুধ খায় ৩০ শতাংশ বাচ্চারা আমাদের দেশে কম ওজন নিয়ে জন্মায় এবং ১০ হতাংশ বাচ্চারা উচ্চতায় কম হয়। ভিটামিন-এ এর ভাবে এখনও বহু চোখ অন্ধ হয়ে যায়। আয়োডিনের অভাবে গয়টার হয়। বাচ্চাদের থাইরয়েড ঠিকমত কাজ করে না। আয়রনের অভাবে রক্তাল্পতা রোগ হয়। রক্ত যখন কযে যায় তখন সহজে ক্রান্তি আসে কাজকর্মে এবং পড়াশোনাতে ক্ষতি ঘটায়। বহু শিশু যারা অপুষ্টিতে ভোগে তারা সহজেই পাতলা পায়খানা, হাম, যক্ষ্মা, পোলিও, হুপিং কাশি ইত্যাদি রোগে ভোগে। অপুষ্টির ফলে একটি শিশু বছরে বেশ কয়েকবার অসুস্থ হতে পারে। উন্নত দেশে বিষ খাওয়া অত্যন্ত বেশি হয়। যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দুর্ঘটনা বেশি হয়। ব্যবহারগত দিকে একটি শিশু অসুস্থ হয়ে পরে যদি সে পরিবার থেকে পরিত্যক্ত হয়। মায়ের বয়স যদি ১৮ বৎসরের নীচে বা ৩৫ এর উপরে হয় কিংবা মা যদি অপুষ্টিতে ভোগে অথবা দুটি বাচ্চার মধ্যে বয়সের ফারাক দুই বৎসরের কম হয়, চতুর্থ বা তার পরবর্তী সন্তান হলে গর্ভবতী মা যদি ন্যূনতম যত্ন না পান, তবে তাদের শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগবে। এজন্যই বলা হয় সুস্থ স্বাস্থ্যবতী মহিলারাই সুস্থ সন্তান প্রসব করেন।

পরিবারের রীতি নীতি, তাদের বিশ্বাস সবকিছুই শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। গর্ভবতী অবস্থায় মাকে দেখা মানে মায়ের রক্তচাপ পরীক্ষা করা, প্রস্রাব পরীক্ষা করা এসবই নয়, মা যেন তার মনের কথা, শরীরের অসুবিধার কথা, ডাক্তারবাবুকে সহজে বলতে পারে। মা কে বোঝাতে হবে প্রসব সম্পর্কে মনে যেন কোন ভয় না থাকে।

এই সময় মাকে বোঝাতে হবে সত্যিকারের মা হতে গেলে কি কি জানা দরকার মাকে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব ঠিকভাবে বুঝিয়ে বলা উচিত ।

উত্তর ও উনকোটি জেলার বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে রবিবার ধর্মনগরে বৈঠক করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

অসমে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি, ২৮ জেলায় বিস্তৃত বিভীষিকা, বানভাসি ২৬,৪৫,৫৩৩ জন, নিহত বেড়ে নয়

গুয়াহাটি, ১৪ জুলাই, (হি.স.) : রাজ্যে ক্রমশ কালরূপ ধারণ করছে বছরের দ্বিতীয় বন্যা। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উজান থেকে নিম্ন এবং বরাক উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জল থইথই। এরই মধ্যে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের একাংশ জলমগ্ন হয়ে পড়ায় বেশ কয়েকটি প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। বেঁচে যারা রয়েছে, তারা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটছে এদিক-ওদিক। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আজ বন্যার কবলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে আরও চারজনের। এ নিয়ে নিহতের সংখ্যা নয় (৯)-এ দাঁড়িয়েছে।

বিভিন্ন জায়গায় নদীবাঁধে ফাটল কিংবা ভেঙে যাওয়ায় পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। বেশ কয়েকটি জায়গায় লাল সতর্কতা জারি করেছে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন। বানভাসি মানুষজনকে উদ্ধার করতে ভারতীয় স্থল ও বায়ুসেনাকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। এদিকে গোটা গ্রাম সাগরে পরিণত হওয়ায় দুর্গতরা দিগবিদিগশূন্য। সর্বত্র হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বেশ কয়েকটি জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে জল বইছে। বন্যা পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে মুখ্যসচিব, পুলিশপ্রধান ও সেনাবাহিনীর শীর্ষ আধিকারিক এবং বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষকর্তাদের নিয়ে ঘন ঘন বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী। বন্যাক্রান্ত জেলা প্রশাসনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে পরিস্থিতির খোঁজখবর নিয়ে দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অসমকে সর্বতোপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে। বানবাসিদের উদ্ধারে অক্লান্ত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে এসডিআরএফ ও এনডিআরএফ বাহিনী।

রবিবার বিকেলে অসম রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, প্রলয়ঙ্করী বন্যা বিস্তার লাভ করেছে রাজ্যের ২৮টি জেলায়। সেগুলি যথাক্রমে ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, ধেমাজি, মাজুলি, লখিমপুর, গোলাঘাট, যোরহাট, শিবসাগর, কামরূপ, বিশ্বনাথ, শোণিতপুর, মরিগাঁও, হোজাই, নগাঁও, কারবি আংলং, পশ্চিম কারবি আংলং, দরং, বাকসা, বরপেটা, নলবাড়ি, বঙাইগাঁও, চিরাং, কোকরাঝাড়, ধুবড়ি, দক্ষিণ শালমারা, গোয়ালপাড়া, কাছাড় এবং হাইলাকান্দি। এগুলির মোট ১০৩টি রাজস্ব সার্কলের ৩,১৮১টি গ্রাম বন্যার কবলে পড়েছে। পীড়িত মানুষের সরকারি সংখ্যা ২৬,৪৫,৫৩৩। পশুকুলের মধ্যে বড় ১০,৪২,৩৪৬ এবং ছোট ৫, ৪৪,৫৪৬ এবং পোলট্রি ১২,৭০,৫৭২টি প্রভাবিত হয়েছে। সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘরের সংখ্যা ১৬৬টি এবং আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৯৩টি। বন্যার জলে ভেসে গেছে বড় পশু একটি এবং ছোট একটি।

আজ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত যেমন পশ্চিম যোরহাটে এক, টিয়কে এক, বরপেটা জেলার সরুপেটায় এক এবং ধুবড়িতে একজন-সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বন্যায় মোট মৃত্যু হয়েছে নয়জনের। এ-ছাড়া ৮৭,৬০৭.৪৩ হেক্টর খেতের জমি প্লাবিত হয়ে যাওয়ায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কৃষকরা।

দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন বন্যাক্রান্ত এলাকায় মোট ৩২৭টি ত্রাণ শিবিরের পাশাপাশি ত্রাণ সামগ্রী বিলি কেন্দ্র খোলা হয়েছে ২৪২টি। ত্রাণ শিবিরগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন ১৬,৫৯৬ জন বানভাসি শরণার্থী। যে সব ত্রাণশিবিরে শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা ধেমাজির আটটিতে ৪৯ জন, লখিমপুরের ১৪টিতে ১৭৭ জন, বিশ্বনাথের একটিতে ২২৯, শোণিতপুরের ১১টিতে ২,২৪৬ জন, বাকসার দশটিতে ৩,৩৯৪ জন, নলবাড়ির ২৪টিতে ২৮৪ জন, বরপেটার ২৮টিতে চিরাঙের সাতটিতে ১,২৪৯, বঙাইগাঁওয়ের ৪১টিতে ৩৪৩, কোকরাঝাড়ের একটিতে ১৪৪, ধুবড়ির তিনটিতে ১, ২৪৬, মরিগাঁওয়ের নয়টিতে ৬০১ জন, হোজাইয়ের পাঁচটিতে গোলাঘাটের ৫৩টিতে ২,৪১৩ জন, মাজুলির ৩৪টিতে ৪৪২ জন, যোরহাটের দুটিতে ১৯৭ জন, ডিব্রুগড়ের ১৪টিতে ৮৭২ জন, তিনসুকিয়ার ২৫টিতে ৯১১ জন, কাছাড়ের পাঁচটিতে ১,৩৫৪, কারবি আংলঙের তিনটিতে ৫৪৫ জন-সহ কামরূপে তিন, পশ্চিম কারবি আংলঙে সাত, দরঙে পাঁচ এবং শিবসাগরে ১৪ শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে।

বন্যা পীড়িতদের ত্রাণ ও উদ্ধারকার্যে ন্যাশনাল ডিজেস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ), স্টেট ডিজেস্টার রেসপন্স ফোর্স (এসডিআরএফ), সংশ্লিষ্ট বন্যাক্রান্ত এলাকার সার্কল প্রশাসন এবং স্থানীয় মানুষজন অহর্নিশি তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করছেন।

সরকারি তথ্যে বলা হয়েছে, আজ বন্যার্তদের মধ্যে মোট ৬,৩১৮.৮২ কুইন্টাল চাল, ১,১৪৫.৬২ কুইন্টাল ডাল, ৪৫৭.৪৮ কুইন্টাল লবণ, ১০,৮৪০ লিটার সরষে তেল-সহ পর্যাপ্ত পরিমাণের শিশুখাদ্য, আটা, চিড়া, চিনি, গুড়, বিস্কুট, মোমবাতি, দিয়াশলাই, ত্রিপাল, মশা তাড়ানোর কয়েল, গো-খাদ্য, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বানভাসিদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে।

চিকিৎসার গাফিলতিতে পরপর প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ একই বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে

কলকাতা, ১৪ জুলাই (হি.স): চিকিৎসার গাফিলতিতে পরপর দু' দু'জন প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ আলিপুরের উডল্যান্ডস হাসপাতালের বিরুদ্ধে। দুই পরিবারেরই দাবি, সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরে ভালোই ছিলেন মায়েরা। সুস্থভাবে পরিবারের সঙ্গে কথাও বলেছেন। কিন্তু আচমকা দু'জনকেই ভেন্টিলেশনে দিতে হয়। আর তারপরেই সব শেষ। ঘটনার এড়িয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। গোটা ঘটনায় স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রথম প্রসূতি পৌলমী ভট্টাচার্য সান্যালের পরিবার। এই নিয়ে রাজ্য হেলথ রেগুলেটরি কমিশন, মেডিক্যাল কাউন্সিল এবং মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন বলেও জানিয়েছেন পৌলমীর স্বামী জয়ন্ত সান্যাল।

অভিযোগ, হাসপাতালের তরফে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে ওই দুই পরিবারের সঙ্গে। এমনকী তাঁদের হুমকির জন্য একটি পরিবার মৃতার নাম পরিচয় পর্যন্ত জানাতে ভয় পাচ্ছে। কারণ ওই প্রসূতির সদ্যোজাত যমজ সন্তানরা এখনও হাসপাতালে রয়েছে। তাদের আশঙ্কা হাসপাতালের বিরুদ্ধে এখন মুখ খুললে ক্ষতি হতে পারে নবজাতকদের। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গোটা ঘটনার দায় এড়িয়ে গেছে। বরং তাঁদের দাবি, চিকিৎসা ঠিকঠাকই হয়েছিল।

পৌলমী ভট্টাচার্য সান্যাল শুক্রবার ভর্তি হয়েছিলেন আলিপুরের ওই বেসরকারি হাসপাতালে। ২৯ বছরে পৌলমী পরশু দুপুর তিনটের সময় একটা ফুটফুটে মেয়ের জন্ম দেয় আলিপুরের উডল্যান্ডস হাসপাতালে। পরিবার পরিজনের মাঝে দিব্বি ছিল সারাদিন জানাচ্ছেন ওর স্বামী জয়ন্ত সান্যাল। তিনি জানান, তাঁর স্ত্রী একেবারেই সুস্থ স্বাভাবিক ছিলেন। পরিবারের সকলের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথাও বলেছিলেন। এমনকী রাত ১১টা ৫০ পর্যন্ত হোয়াটসঅ্যাপেও অনলাইন ছিলেন পৌলমী। বন্ধুদের মেয়ে হওয়ার সুখবরও জানিয়েছিলেন তিনি। এরপর ভোরের দিকে হাসপাতাল থেকে ফোন যায় পরিবারের কাছে। জানানো হয়, ভোর চারটে নাগাদ ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়েছে পৌলমীকে। হাসপাতালের তরফে আরও বলা হয়, পৌলমীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি বলেন, 'সকালে হাসপাতালে গেলে জানতে পারি আমার স্ত্রী মারা গিয়েছেন। অনেক ডাক্তার এসে আমাদের বোঝাতে শুরু করেন কেন ওঁর মৃত্যু হয়েছে। তখনই জানতে পারি রাত বারোটার পর একাধিকবার অপারেশন থিয়েটারেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওঁকে। এবং অস্ত্রোপচারও হয়। অথচ কেউ আমাদের কিছু জানালো না, অনুমতি নিল না। যে মেয়েটা রাত ১১টা ৫০ পর্যন্ত ফোন ঘেঁটেছে, রাত বারোটার পর কী এমন হলো তাঁর, যে পরিণতি একেবারে মৃত্যু'।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলেই মৃত্যু হয়েছে পৌলমীর। এমনকী পৌলমীর হিমোগ্লোবিন আচমকাই ১০ থেকে নেমে ৪ হয়ে যায়। ডেথ সার্টিফিকেটেও লেখা হয়েছে একই কথা। জয়ন্ত স্যানালের অভিযোগ, 'আমি জানতে পারি রাতেই ওঁর সিজারের সেলাই থেকে রক্ত বেরচ্ছিল। রক্তক্ষরণের ফলেই হিমোগ্লোবিন অসম্ভব তাড়াতাড়ি নেমে যায়। শ্বাসকষ্ট শুরু হয় ওঁর। এরপরেই আমাদের কাউকে না জানিয়ে একাধিক অপারেশন করেন ডাক্তাররা'। এরপর ডেথ সার্টিফিকেট নিতে গেলেও রোগীর পরিবারের সঙ্গে ঝামেলা বাঁধে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। ১২ হাজার টাকার প্যাকেজ বেড়ে আচমকাই হয়ে যায় ১৯ হাজার। পরে পুরো টাকাটাই ফেরত দেবার কথা বলেন হাসপাতাল কতৃপক্ষ।

পৌলমীর মৃত্যুর পরেই আরও এক প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে ওই হাসপাতালেই। শুক্রবারই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন চন্দননগরের বাসিন্দা ওই তরুণী। সেদিনই জন্ম দেন যমজ সন্তানের। আচমকাই শনিবার সকাল সাতটায় তরুণীর বাড়িতে ফোন করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। ভেন্টিলেশনে দিতে হবে। পরিবারের তরফে যেন হাসপাতালে গিয়ে বন্ডে সই করে দেওয়া হয়। পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতালে পৌঁছে আমরা গিয়ে দেখি মেয়েকে ভেন্টিলেশনে দেওয়ার তোড়জোড় চলছে।

সেই সময় তরুণীর মা তাঁর গায়ে হাত দিয়েই আঁতকে ওঠেন। দেখেন মেয়ের সারা শরীর নিস্তেজ এবং বরফের মতো ঠাণ্ডা। বুঝতে পারেন সম্ভবত তরুণী মারা গিয়েছেন। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ আনলে হাসপাতালের তরফে সাফ বলে দেওয়া হয়, 'যান থানায় গিয়ে কমপ্লেন করুন। যা পারেন করে নিন'। এই তরুণীর যমজ সন্তান এখনও ওই হাসপাতালেই ভর্তি। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, দিন দশেক আরও রাখতে হবে বাচ্চাদের। ফলে তাঁরা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতেও ভয় পাচ্ছেন। সকলের একটাই দাবি হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখুক পুলিশ।

নভজ্যোত সিং সিধুর পদত্যাগে কংগ্রেসকে কটাক্ষ বিজেপির, "ভারত বিরোধী মনোভাব" মন্তব্য আকালি দলের

চন্ডীগড়, ১৪ জুলাই (হি. স.) : ফের বিতর্কের কেন্দ্রে নভজ্যোত সিং সিধু। রবিবাসরীয় সকালে পঞ্জাবের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে বিস্তর সমালোচনা উস্কে দিয়েছেন এই কংগ্রেস নেতা। তবে বিধায়ক হিসাবে তিনি আদৌ পদত্যাগ করবেন কিনা তাই নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে তাঁর পদত্যাগ করার কথা অস্বীকার করা হয়েছে। তাঁর পদত্যাগের পর কংগ্রেসের নিন্দা করে বিজেপি নেতা নলিন কোহলি বলেছেন, 'এসব কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। নভজোত সিং সিধু এর আগেও বহুবার বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। বালাকোট এয়ার স্ট্রাইক সম্পর্কে উল্টোপাল্টা মন্তব্য করে দেশের সেনাবাহিনীকে অপমান করেছেন।'

অন্যদিকে, সিধুর পদত্যাগের সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করে আকালি দলের নেতা এবং দিল্লির বিধায়ক মনীন্দর সিং সিরসা বলেন, 'কর্তারপুর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার দিনেই কেন পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন নভজ্যোত সিং সিধু? আজ তো ছুটির দিন। তবুও কেন এই দিনই বেছে নিলেন উনি? কর্তারপুর থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত। এসবই তাঁর ভারত ভারত বিরোধী মনোভাবের পরিচয়।' এদিন সকালে মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারে, গত জুন মাসে ততালীন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর কাছে দেওয়া পদত্যাগপত্রটি টুইট করেছেন সিধু। সেই চিঠিতে পঞ্জাব মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিত্বের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথাটি রাহুল গান্ধীকে জানিয়েছিলেন তিনি। সেই চিঠির ছবি পোস্ট করে এদিন তিনি টুইটে লিখেছেন, 'গত ১০ জুন, ২০১৯-এ রাহুল গান্ধীকে লেখা আমার পদত্যাগপত্র। মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং-এর কাছেও আমার ইস্তফাপত্র পেশ করব।' অন্যদিকে, তাঁর এই পদত্যাগের বিষয়টি উড়িয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং-এর দফতর থেকে স্পষ্ট জানান হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে সিধুর পক্ষ থেকে কোনও পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়নি, জুন মাসের ওই চিঠিটি কংগ্রেস সভাপতিকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছিল।

সকল স্তরের মানুষের অবদানে দেশ এগিয়ে যায় : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১৪ জুলাই (হি.স.) : সমাজের সকল স্তরের মানুষের অবদানের ফলে দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যায়। রবিবার লখনউতে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অনুষ্ঠানে এমনই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

এদিন বিশ্বের ৮৫টি দেশে চিকিৎসকদের নিয়ে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, রোগী এবং চিকিৎসকদের মধ্যে মতের

ছয়ের পাতায়

এখনও ফেরেননি বাংলাদেশী অভিনেতা ফিরদৌস, আটকে 'দত্তা'-র শুটিং

কলকাতা,১৪ জুলাই (হি.স.): নির্মল চক্রবর্তী পরিচালিত "দত্তা" ছবিতে মুখ্য চরিত্রে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর বিপরীতে ছিলেন বাংলাদেশী অভিনেতা ফিরদৌসউকিন্তু, লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে বাংলাদেশের অভিনেতা ফিরদৌস প্রচার করায় ভারত ছাড়তে হয়েছে অভিনেতাকেউ লোকসভা নির্বাচন মিটে গেছে দু মাস কেটে গেলেও অভিনেতার ফেরার কোনও খবর না পাওয়ায় এখনও আটকে রয়েছে 'দত্তা'-র শুটিংউফলে,অনিশ্চিত হয়ে পরছে ছবির ভবিষ্যত।

প্রায় ৪০ বছর পর ফের ফিরে এসেছিল পরিচালক নির্মলের হাত ধরে 'দত্তা'। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর উপন্যাস অবলম্বনে আরও একবার 'দত্তা' ছবি তৈরী করছিলেন পরিচালক নির্মল চক্রবর্তী।সেখানেই ঋতু পর্ণার বিপরীতে অভিনয় করার কথা ছিল অভিনেতা ফিরদৌস-এর।কিন্তু নির্বাচনচলাকালীন রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কানহাইয়ালাল আগারওয়ালের হয়ে প্রচার করতে দেখা যায় ফিরদৌসকে।এতে বিজেপি অভিযোগ এনেছিল , উনি এভাবে প্রচার করতে পারেন না কারণ উনি বিদেশি নাগরিক। এবং ওয়ার্কিং ভিসা নিয়ে এদেশে এসেছেন। সেখানে প্রচারের কাজ করবে এমন কিছু লেখা নেই। এরপর অভিনেতার ভিসা বাতিল করা হয়। পাশাপাশি তাঁকে ব্ল্যাক লিস্টও করা হয়।

অন্যদিকে নির্বাচন শেষ প্রায় দু-মাস হতে চললেও অভিনেতার ফেরার বিষয়ে এখনও কোনও খবর আসেনিউপরিচালক শুরু করতে পারছেননা ছবির শুটিং ফলে ছবির ভবিষ্যত ধীরে ধীরে তলানিতে গিয়ে ঠেকছে।

বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের দাবির স্থায়ী সমাধানের প্রস্তুত কংগ্রেস, দাবি শিবকুমারের

বেঙ্গালুরু, ১৪ জুলাই (হি.স.) : বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের দাবির স্থায়ী সমাধানে প্রস্তুত কংগ্রেস। রবিবার এমনই দাবি করলেন ডি কে শিবকুমার। পাশাপাশি তিনি এও দাবি করেন আস্থা ভোট হলে এই সকল বিক্ষুব্ধ বিধায়কেরা কংগ্রেস-জেডিএস জোট সরকারের পক্ষেই ভোট করবে।

এদিন ডি কে শিবকুমার বলেন, কংগ্রেসের প্রত্যেক বিধায়কদের প্রতি আস্থা রয়েছে। কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে তাঁরা নির্বাচিত হয়েছে। পাশাপাশি দীর্ঘ সময় ধরে তারা কংগ্রেসে রয়েছে। নিজেদের এলাকায় বাঘের মতো লড়েছে তারা। ডি কে শিবকুমার আরও বলেন, খোলা মনেই বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত কংগ্রেস।

বিক্ষুব্ধ বিধায়কেরা যদি জোট সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেয় তা হলে কি হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে ডি কে শিবকুমার বলেন, আইনে স্পষ্টই বলা হয়েছে। যদি তারা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয় তবে সেই বিধায়কের সদস্য পদ বাতিল হয়ে যাবে।

রাজধানী যাতে ভাল প্রশাসনিক পরিষেবা পায় তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ভোটারদের : সীতারমণ

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (হি.স.) সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। এখন তাদের লক্ষ্য দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন। সেই লক্ষ্যে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যে রবিবার দিল্লিত তালকোটরা স্টেডিয়ামে রাজ্যসভার সদস্য বিজয় গোয়েলের নেতৃত্বে গ্রুপ হাউজিং সোসাইটির মহাসম্মেলনের আয়োজন করেছিল।

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মালা সীতারমণ, সাংসদ প্রবেশ বর্মা, হংসরাজ হংস, রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্রকিশোর সিনহা।

এদিন নির্মালা সীতারমণ বলেছেন, দেশের হৃদয় বাস করে দিল্লিতে। রাজধানী যাতে ভাল প্রশাসনিক পরিষেবা পায় তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ভোটারদের। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি বলেন, প্রতিটি বিষয়ের জন্য অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দায়ী করে থাকেন। নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে তিনি এমন কাজ করে চলেছেন। আর প্রায় সব সময় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মুখর ছিলেন কেজরিওয়াল। কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য প্রতিটি দেশবাসী ২০২২ সালের মধ্যে যাতে ছাদ পায়। সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য ৪৫ লক্ষ টাকার হোম লনের জন্য ৩.৫ লক্ষ টাকা কর ছুট দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক দিল্লি হাউসিং সোসাইটিকে পুরো মাত্রায় সমর্থণ করেন।

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস চত্বরে শায়িত সজল কাঞ্জিলালের দেহ

কলকাতা, ১৪ জুলাই (হি.স): অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস চত্বরে নিয়ে আসা হল পার্ক স্ট্রিট মেট্রো কান্ডে নিহত সজল কাঞ্জিলালের মৃতদেহ। সেখানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান নাট্যকর্মী, কবি, সাহিত্যিকরা। সেখান থেকে রবিবারই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে । এর আগে তাঁর মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালের পুলিশ মর্গে।

মেট্রো কর্তৃপক্ষের বিরুংদ্ধে গাফিলতি ও অসৌজন্যের অভিযোগ তুলে আজ প্রতিবাদ জানালেন নাট্যকর্মীরা। শনিবার সন্ধেয় মেট্রো থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ যায় নাট্যকর্মী সজল কাঞ্জিলালের। মর্মান্তিক এই ঘটনার জন্য মেট্রো কর্তৃপক্ষকেই দায়ী করেছেন নাট্যকর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, সজল কাঞ্জিলালের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের প্রতি ন্যূনতম সৌজন্যটুকুও দেখায়নি মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। প্রতিবাদে রবিবার পার্ক স্ট্রিটের স্টেশন ম্যানেজারকে স্মারকলিপি জমা দিতে আসেন নাট্যকর্মীরা। কিন্তু রেলপুলিশ তাঁদের স্টেশনে ঢুকতে বাধা দেয়। দু"পক্ষের মধ্যে শুরু হয় কথা কাটাকাটি। এরপর একপ্রকার জোর করেই স্টেশন ম্যানেজারের ঘরে ঢোকেন নাট্যকর্মীরা। কিন্তু স্টেশন ম্যানেজারও তাঁদের সঙ্গে অসহযোগিতা করেন বলে অভিযোগ। তারপর পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনের তিন নম্বর গেটের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন নাট্যকর্মীরা। একটি প্রতিবাদপত্রে গণস্বাক্ষরও করানো হয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি, সজলের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দাবি না মানা হলে মেট্রোর গেটের বাইরেই অবস্থানে বসার হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই চালক ও গার্ডকে সাসপেন্ড করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। শুরু হয়েছে তদন্ত। দায়িত্বে থাকা মোটরম্যান বা চালক সঞ্জয় কুমার, কনডাক্টিং মোটরম্যান অর্থাৎ গার্ড সুদীপ সরকারের বয়ান রবিবার রেকর্ড করে ওই তদন্ত কমিটি। রেকর্ড করা হয়েছে চিফ লোকো ইনস্পেক্টরের বয়ানও। পরপর দুর্ঘটনায় মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির অভিযোগে সরব সাধারণ যাত্রী থেকে সব মহলই। দরজায় এক ব্যক্তির হাত আটকে থাকা সত্ত্বেও কেন কাজ করল না সেন্সর ? যাত্রীদের প্রাণপণ চেষ্টার পর কেনই বা কাজ করেনি টকব্যাক ? স্টেশনে কর্তব্যরত নিরাপত্তাকর্মীরাই বা কোথায় ছিলেন ? এই নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

শনিবার সন্ধে ৬ টা ৪০ নাগাদ কবি সুভাষগামী মেট্রোতে ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পার্কস্ট্রিটে যাত্রীর হাত আটকে যায় দরজায়। শরীর ঝুলতে থাকে বাইরে। সেই অবস্থাতেই প্রায় ৬০ মিটার এগিয়ে যায় ট্রেন। লাইনে মুখ থুবড়ে পড়ে মৃত্যু হয় যাত্রীর। মৃত সজল কাঞ্জিলাল নন্দন-রবীন্দ্রসদন-অ্যাকাডেমি চত্বরের পরিচিত মুখ ছিলেন। বিক্রি করতেন কবিতা-নাটকের পত্রিকা। এক সময়ে সরকারি আর্ট কলেজের মডেল হিসেবেও কাজ করেছেন কসবা বোসপুকুর রোডের বাসিন্দা সজল কাঞ্জিলাল। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া শিল্প সাহিত্য মহলেও।

হিমাচলের কুমারহাট্টিতে বৃষ্টির জেরে বিল্ডিং ভেঙে মৃত ২ জন, উদ্ধারকাজে এনডিআরএফ

শিমলা, ১৪ জুলাই (হি. স.) : মুম্বইয়ের পর এবার হিমাচল প্রদেশ। প্রাচীর ভেঙে মৃত্যুর ভয়াবহ স্মৃতিকে উস্কে দিয়ে ফের প্রবল বৃষ্টির জেরে রবিবার বিকেলে হিমাচল প্রদেশের কুমারহাট্টিতে ভেঙে পড়ল বড়সড় বিল্ডিং। ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে এখনও পর্যন্ত ২২ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে, প্রশাসনের আশঙ্কা ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও বহু মানুষের আটকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

জেলার রাজস্ব এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের ডিরেক্টর তথা বিশেষ সচিব ডিসি রানা এদিন জানিয়েছেন, 'বিল্ডিং ভেঙে পড়ার সময় সেখানে কমপক্ষে ২৫ জন মানুষ উপস্থিত ছিলেন। যার মধ্যে এখনও পর্যন্ত ১০ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।' ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধারকার্যে হাত লাগিয়েছে পঞ্চকুলার জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)। ইতিমধ্যেই বৃষ্টি আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)।

রবিবার রাজধানীতে আয়োজি সায়েন্স ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

নেপালের বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫০, নিখোঁজ ৩৩

কাঠমান্ডু, ১৪ জুলাই (হি. স.) : বন্যা কবলিত নেপালে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। গত কয়েক দিনের একটানা মুষলধারে বৃষ্টি ও ভারী বৃষ্টির প্রভাবে নেপালের বহু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ভারী বৃষ্টির জেরে পাহাড়ি ও তরাই অঞ্চলে চলছে ব্যাপক ভূমিধস। নেপাল পুলিশ সূত্রের খবর, বন্যা দুর্গতদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০, আহত হয়েছেন ২৫ জন। প্রবল বন্যা ও ভূমিধসে নিখোঁজ ৩৩ জনের খোঁজে উদ্ধারকার্য চলছে।

অবস্থার ক্রমশ অবনতি হচ্ছে বন্যা কবলিত নেপালে। বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে নদীগুলি। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০। নেপাল পুলিশ সূত্রের খবর অনুযায়ী, ৩৩ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনও। গত শুক্রবার থেকে প্রবল বর্ষণে প্লাবিত হয়েছে দেশের অধিকাংশ এলাকা। উদ্ধারকার্যে নেমেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। চলছে ত্রাণকার্যও। ললিতপুর, কাভরে, কোতাং, ভোজপুর ও মাকানপুর জেলার অবস্থা সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ বলে খবর। ভূমিধসে ভেঙে গিয়েছে প্রচুর বাড়িঘর। প্রশাসনের তরফ থেকে দুর্যোগে দুর্গতদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ছত্তিসগড়ে প্রতিরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম ২ মাওবাদী, উদ্ধার ২টি আগ্নেয়াস্ত্র

রায়পুর, ১৪ জুলাই (হি. স.) : ছত্তিসগড়ের দান্তেওয়াড়ায় নিরাপত্তা বাহিনী বনাম মাওবাদীদের সংঘর্ষে দু’’জন মাওবাদী নিহত হয়েছে। অভিযানস্থল থেকে দু’’জনেরই দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেফতার আরও এক মাওবাদী। উদ্ধার হয়েছে ২টি আগ্নেয়াস্ত্র। তল্লাশি অভিযান চলছে। পুলিশ সূত্রের খবর, এই নিহত ২ মাওবাদীরা মধ্যে একজন মহিলা।

এ ব্যাপারে বস্তারের পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজি) বিবেকানন্দ সিনহা জানিয়েছেন, এদিন সকালে মাওবাদী অধ্যুষিত দান্তেওয়াড়া জেলায় নকশাল-বিরোধী অভিযান চালায় পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। ওই অভিযান চলাকালীন জেলার গুমিয়াপালের জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয় এক মহিলা সহ দুই মাওবাদী নেতা। গ্রেফতার করা হয়েছে আরও এক মাওবাদীকে। ঘটনাস্থল থেকে তাদের ব্যবহার করা ২টি আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। নিহত মাওবাদীদের দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। এলাকায় পুলিশি টহল জারি রয়েছে। পরিস্থিতি থমথমে।

দুর্ভোগ

আটের পাতার পর

রাস্তায় যানবাহনও তেমন একটা নেই। অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ। বলতে গেলে শহর আগরতলা হারিয়েছে স্বাভাবিক ছন্দ। শহরের অধিকাংশ রাস্তায় জল জমে জাওয়ায় মানুষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গন্তব্যস্থলে যেতে পারছে না সঠিক সময়ে। নিগম এলাকার এই বেহাল অবস্থা নিয়ে অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন সাধারন মানুষ।

উদ্দেশ্যে যাত্রা

দুইয়ের পাতার পর

বলেন, এই উদ্যোগের ফলে এই রুটে পণ্য পরিবহনের সময় ৮ থেকে ১০ দিন কমে যাবে এবং পরিবহন খরচ কমবে ৩০ শতাংশ, আর অন্যান্য খরচও কমে যাবে। এটি একটি পরিবেশ বান্ধব পরিবহন এবং এই নতুন উদ্যোগ ভারতের পাশাপাশি ভুটান ও বাংলাদেশের জন্যও লাভজনক হবে এবং এতে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার হবে।

ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথোরিটি অব ইন্ডিয়া (আইডাব্লিউএআই)-এর চেয়ারম্যান প্রবীর পান্ডে জানান, এই পাথর চূর্ণ ভুটানের ফুয়েন্টসশোলিং থেকে ট্রাকযোগে এসেছে। সেখান থেকে আসামের আইডাব্লিউএআই ধুবড়ি জেটির দূরত্ব ১৬০ কিলোমিটার। তিনি আরো বলেন, ৬শ’ কিলোমিটার নৌপথ পাড়ি দিয়ে জাহাজটির এই পণ্য নারায়ণগঞ্জ পৌঁছাতে লাগবে ছয়দিন।

বর্তমানে ভুটান স্থল পথে বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ পাথর চূর্ণ রফতানি করে। জাহাজটি যে এক হাজার টন পাথর বহন করছে সড়ক পথে এর জন্য প্রয়োজন হতো ৭০টি ট্রাক।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

টানা দশদিন ভেন্টিলেশনে থাকার পর মারা গেলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মহম্মদ এরশাদ

ঢাকা, ১৪ জুলাই (হি.স.) : টানা দশদিন ভেন্টিলেশনে থাকার পর রবিবার সকাল পৌনে আটটা নাগাদ মারা গেলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মহম্মদ এরশাদ(৯০)। ফুসফুসে সংক্রমণ, বিকল কিডনি ও রক্তে হিমগ্লোবিনের সল্পতা নিয়ে সিএমএইচ হাসপাতালে ভর্তি হন।

শনিবারই জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এম কাদের জানিয়েছিলেন, এরশাদের কোনও অঙ্গ আর কাজ করছে না। রোজ ডাকলে চোখ মেলে তাকাতেন। এখন আর তাও করছেন না।

বাংলাদেশের সেনাপ্রধান থেকে দেশের শাসনক্ষমতা দখল করেন এরশাদ। দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত। ১৯৮২ সালের ২৪ এপ্রিল দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশে সেনাশাসন জারি করেন। শেষপর্যন্ত অবশ্য গণ আন্দোলনের চাপে তাঁকেও সরে যেতে হয় ক্ষমতা থেকে। অবৈধভাবে ক্ষমতাদখল তো বটেই, আর্থিক কেলেঙ্কারি, মহিলাঘটিত বিতর্কেও ছিল তাঁকে ঘিরে।

বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালো যাচ্ছিল না। সেকথা মাথায় রেখেই তিনি জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পদে বসিয়ে যান ভাই জি এম কাদেরকে। এনিয়ে দলের মধ্যেই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল বলে রাজনৈতিক মহলের খবর।

এরশাদের জন্ম ভারতের কোচবিহারে। স্নাতক হয়ে তিনি পাক বাহিনীতে যোগ দেন। মুযিুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন পাকিস্তানে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে তাঁকে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে নেওয়া হয়।

প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

জয়নগর দশমীঘাট এলাকায় হাওড়া নদীর বাঁধে লিকেজ হওয়ায় খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা সেখানে ছুটে যান। পরিস্থিতি মোকাবেলায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

বামফ্রন্টের

● প্রথম পাতার পর

গিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন বামফ্রন্ট নেতা বিজন ধর।

তিনি বলেন, যে সকল বিরোধী প্রার্থী তীব্র বাধা উপেক্ষা করে মনোনয়পত্র জমা করেছেন তাদেরকে নানাভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের চেষ্টা চালানো হয়েঠে। তবে যতই বাধাবিপত্তি আক্রমণ চলুক না-কেন, বামফ্রন্ট মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের জন্য নির্বাচনী ময়দানে থাকবে বলেও এদিন জানিয়ে দেওয়া হয়ছে বামফ্রন্টের তরফে।

বিজন বলেন, রাজ্যের নগর সংস্থাগুলির উপ-নির্বাচনে বিরোধীরা ৯৬ শতাংশ আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি। আর এখন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীরা ৮৬ শতাংশ আসনে প্রার্থী দিতে পারেননি বলে অভিযোগ করেন তিনি। যা গণতন্ত্রের পক্ষে অশনি সঙ্কেত। বিজেপি সরকার ত্রিপুরার ক্ষমতায় আসার পর একটি নির্বাচনও অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিআইএম-এর ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক গৌতম দাস-সহ শরিক দলগুলির কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন।

নতুন গুঞ্জন

সাতের পাতার পর

বিবৃতির উল্লেখ করে ব্রাজিলিয়ান ওয়েবসাইটগুলো জানায়, ব্যক্তিগত কাজ শেষ হলে স্বাভাবিকভাবে নেইমার ১৫ জুলাই পিএসজিতে হাজির হবেন এবং বিষয়টি কয়েক সপ্তাহ আগে ফরাসি ক্লাবটিকে জানানো হয়েছিল।

এ মাসের শুরুতে বার্সেলোনা সভাপতি জোসেপ মারিয়া বার্তোমেউ নেইমার পিএসজি ছাড়তে চায় বলে দাবি করেছিলেন। তবে লিগ ওয়ান চ্যাম্পিয়নরা তাকে বিক্রি করবে না বলেও স্বীকার করেন তিনি।

গত সোমবার প্রাক মৌসুমের প্রস্তুতির শুরুতে উপস্থিত না থাকায় নেইমারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানায় পিএসজি। অবশ্য ব্রাজিল ফরোয়ার্ডের বাবা দাবি করেন, আগে থেকেই এ বিষয় নিয়ে সমঝোতা হয়েছিল; যাতে করে ব্রাজিলের কোপা আমেরিকা জয়ের উৎসবে থাকতে পারেন নেইমার।

যোগী আদিত্যনাথ

পাচের পাতার পর

বিনিয়ম হওয়াটা একান্ত জরুরি। কিন্তু বাণিজ্যকরণের যুগে, তা একেবারে হয়ে ওঠে না। জনগণ চিকিৎসকদের সম্মান করত। কিন্তু এখন জনগণ মনে করছে নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যস্ত চিকিৎসকেরা। সমাজের দরিদ্র শ্রেণী মানুষের চিকিৎসা করে চিকিৎসকদের মানবিক এবং সহমর্মি দিকটি তুলে ধরেছে। সরকারি প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য না পাওয়ার জন্য যোগী আদিত্যনাথ তিনটি জিনিসকে দায়ী করেছে। প্রথমত প্রস্তুতির অভাব। দ্বিতীয়ত জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে চ্যালেঞ্জ। তৃতীয়ত মানুষ নিজের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়ে থাকে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

তিনের পাতার পর

হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও এ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া নৈশভোজে যোগ দেয়ার আগে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের সঙ্গে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করবেন।সোমবার ঢাকা ত্যাগের পূর্বে প্রধানমন্ত্রী লী ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন।দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী ওইদিন রাত ১১ টায় তাজিকিস্তানের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করবেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেন তাকে বিমানবন্দরে বিদায় জানাবেন।

মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সঙ্গে শিউলের মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় ভারসাম্যপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে লি বাংলাদেশ, তাজিকিস্তান, কিরগিস্তান ও কাতার সফর করছেন।

৭ জন নিহত

তিনের পাতার পর

আনাম সিদ্দিকী জানান, শনিবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে নিহতরা পাচুরিয়া স্কুল মাঠের পাশে ডোবায় পাট জাগ দিচ্ছিলেন। এ সময় মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে তাদের ওপর বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়।উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরো জানান, সরকারের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

শনিবার দুপুরে ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর ও ফুলবাড়িয়া উপজেলায় পৃথক বজ্রপাতের ঘটনায় কৃষক ও জেলেসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন, ফুলপুরের বওলা ইউনিয়নের রামসোনা গ্রামের আব্দুল মজিদের পুত্র সোহাগ মিয়া (২৫), পয়ারী গ্রামের ওয়াহেদ আলীর পুত্র জামাল উদ্দিন (৪০) ও ফুলবাড়িয়া উপজেলার হাতিলেইট গ্রামের মলিন বর্মনের পুত্র চৈতন বর্মণ (২২)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ফুলপুর উপজেলার বওলা ইউনিয়নের রামসোনা গ্রামের হাঁস খামারি সোহাগ মিয়া শনিবার দুপুরে বাড়ির পাশে পতিত জমিতে হাঁস চড়ানো সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। একই উপজেলার পয়ারী ইউনিয়নের পয়ারী গ্রামের কৃষক জামাল উদ্দিন দুপুরে বাড়ির পাশে জমিতে আমন ধানের বীজতলা তৈরীর সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলে নিহত হন।ফুলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমরাত হোসেন গাজী বজ্রপাতে দুইজনের মৃত্যুর ঘটনা নিশ্চিত করেছেন।

অপরদিকে, শনিবার দুপুরে ফুলবাড়িয়া উপজেলার রাঙ্গামাটিয়া ইউনিয়নের বড়বিলা বিলে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে চৈইত বর্মণ নামে এক জেলে নিহত হন।নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, দুপুরে বড়বিলা বিলে বুচনা (বাইর) দিয়ে মাছ ধরতে যান দুইভাই- মনু বর্মন ও চৈইত বর্মণ। এসময় হঠাৎ বজ্রপাতে ছোটভাই চৈইত বর্মণ পানিতে ঢলে পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রান হারান।ফুলবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফিরোজ তালুকদার বজ্রপাতে একজনের মৃত্যুর ঘটনা নিশ্চিত করেছেন।

কামপুরে মাছ ধরতে গিয়ে কপিলি নদীতে তলিয়ে গেছেন ব্যক্তি

কামপুর (নগাঁ)ও, ১৪ জুলাই (হি.স.) : অসমের ২৫টি জেলা বন্যার করালগ্রাসে পড়েছে। নগাঁও জেলাও বন্যার কবল থেকে রক্ষা পায়নি। জেলার কামপুর রাজস্ব সার্কলের বুক চিড়ে প্রবাহিত কপিলি নদীও বইছে বিপদসীমার ওপর দিয়ে। কামপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই মুহূর্তে জলমগ্ন। এরই মধ্যে রবিবার সকালে বন্যার জলে মাছ শিকার করতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছেন জনৈক ব্যক্তি।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, কামপুরের পশ্চিম ঘিলানি এলাকায় কপিলি নদীর জলে আজ সকালে মাছ ধরতে যান অমূল্য শর্মা নামের জনৈক ব্যক্তি। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছেছে স্টেট ডিজেস্টার রেসপন্স ফোর্স। তাঁরা ঘটনাস্থলে জলে তলিয় যাওয়া অমূল্য শর্মার খোঁজে সন্ধান চালিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, চলতি বন্যায় এখন পর্যন্ত ছয় এবং ভূমিধসে একজনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যের ২৫ জেলা যথাক্রমে ধেমাজি, লখিমপুর, তিনসুকিয়া, বিশ্বনাথ, শোণিতপুর, দরং, বাকসা, বরপেটা, নলবাড়ি, চিরাং, বঙাইগাঁও, ধুবড়ি, কোকরাঝাড়, গোয়ালপাড়া, মরিগাঁও, হোজাই, নগাঁও, গোলাঘাট, মাজুলি, যোরহাট, শিবসাগর, ডিব্রুগড়, পশ্চিম কারবি আংলং, কামরূপ (গ্রামীণ) এবং কাছাড়ের ৮০টি রাজস্ব সার্কলের অন্তর্গত ২,১৬৮টি গ্রাম জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। মোট ১৪,০৬,৭১১ জন মানুষ হয়েছেন বানভাসি। ইতিমধ্যে বহু গবাদি পশু-সহ নানা ধরনের জীবজন্তুর মৃত্যু হয়েছে।

পদত্যাগপত্র টুইট করলেন নভজ্যোত সিং সিধু, অস্বীকার পঞ্জাব সরকারের

চন্ডীগড়, ১৪ জুলাই (হি. স.) : ফের বিতর্কের কেন্দ্রে নভজ্যোত সিং সিধু। রবিবাসরীয় সকালে নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে পঞ্জাবের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের কথা জানান এই কংগ্রেস নেতা। তবে বিধায়ক হিসাবে তিনি আদৌ পদত্যাগ করবেন কিনা তাই নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে তাঁর পদত্যাগ করার কথা অস্বীকার করা হয়েছে। এদিন সকালে মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারে, গত জুন মাসে ততালীন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর কাছে দেওয়া পদত্যাগপত্রটি টুইট করেছেন সিধু। সেই চিঠিতে পঞ্জাব মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিত্বের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথাটি রাহুল গান্ধীকে জানিয়েছিলেন তিনি। সেই চিঠির ছবি পোস্ট করে এদিন তিনি টুইটে লিখেছেন, ’গত ১০ জুন, ২০১৯-এ রাহুল গান্ধীকে লেখা আমার পদত্যাগপত্র।

হেল্প লাইন

● প্রথম পাতার পর

সেখানেও হেল্প লাইনের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান তিনি।সংবাদ প্রতিনিধিদের এইদিন তিনি আরও জানান প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে কোনকিছু পেতে গেলে সাংসদদের সুপারিশ প্রয়োজন। ক্যান্সার, হার্টের বাইপাস সার্জারি ও কিডনির সমস্যা জনিত চিকিৎসার জন্য সাংসদরা সুপারিশ করলে প্রধানমন্ত্রী তহবিল থেকে অর্থ দেওয়া হয়ে থাকে। রাজ্যের মানুষ যেন এই সুযোগ পায় তাঁর জন্য চেষ্টা চলছে। কেন্দ্রিয় বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে এক জন সাংসদের জন্য ১০ টি আসন বরাদ্দ থাকে। কিন্তু এইবছর ১০ নয় ২২ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে। চেষ্টা চলছে আরও ১২ জন ভর্তি করার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন মানুষকে সততার সাথে পরিষেবা প্রদানের।সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের এইদিনের বক্তব্য থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার একজন সাংসদের মাধ্যমে রাজ্যবাসি যে সকল সুবিধা পেতে পারে, সেই সকল সুবিধা যেন রাজ্যবাসি পায় তাঁর জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখা হবে না। রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের স্ব-নির্ভর করে তোলার জন্য সাংসদ হিসাবে তিনি যে প্রয়াস চালিয়ে যাবেন তাও সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের বক্তব্য থেকে বিষয়টি পরিষ্কার।

নেতৃত্ব

● প্রথম পাতার পর

সামাজিক, ভাষাগত, কৃষ্টি এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত মডালিটি কমিটি আদৌ কোনও রিপোর্ট তৈরি করেছে কিনা, তা জানা খুবই জরুরি হয়ে উঠেছে। কারণ, ত্রিপুরায় গোড়া থেকেই পৃথক রাজ্যের আন্দোলন করছে আইপিএফটি। সে-ক্ষেত্রে মডালিটি কমিটির রিপোর্টের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে পৃথক রাজ্য ইস্যুতে আলোচনা হবে। তাছাড়া ষষ্ঠ তফশিলি সংশোধনী বিল সংসদে পেশ করার জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানানো হবে। তাঁর বক্তব্য, এডিসি-র অধিক ক্ষমতায়নে ষষ্ঠ তফশিলি সংশোধন খুবই জরুরি। সে-ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে সংশোধনী বিল আনলে তবেই তা সম্ভব হবে।

এদিকে, ত্রিপুরার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতির সাথে আলোচনা করবেন আইপিএফটি নেতৃবৃন্দ। মঙ্গলের কথায়, ত্রিপুরায় জোট বেঁধে সরকার গঠন হয়েছে। তাই, জোটধর্ম মেনে চলা উভয় দলের দায়িত্ব। তবুও, মাঝে-মধ্যেই দুই শরিক দলের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিচ্ছে। উদ্ভূত এই পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধানের প্রশ্নে তাঁরা বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতির সাথে আলোচনা করবেন, জানান তিনি। তিনি বলেছেন, দুদিনের সফরে আমরা দিল্লি যাচ্ছি। আগামী ১৭ জুলাই সকলেই রাজ্যে ফিরব। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথেও দেখা করার চেষ্টা হবে।

রাজ্যে বন্যা

● প্রথম পাতার পর

আসার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু মানুষ সহজে ধন সম্পদ গৃহপালিত পশু ইত্যাদি ফেলে বাড়িঘর ছেড়ে আসতে চাননি। রবিবার সকাল থেকে প্রশাসনের তরফে জলবন্দী মানুষকে উদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে। আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকার জনগণকে কম করেও ২০টি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এনডিআরএফ সহ অন্যান্য উদ্ধারকারী দল উদ্ধার কাজে শামিল হয়েছেন। সদরের এসডিএম জানান, তিনি নিজে ১৫-২০টি ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেছেন। বিপন্ন মানুষজনকে উপযুক্ত ত্রাণ সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কোন কোন স্থানে রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বন্যার কবলে পড়ে কেউ হতাহতের খবর নেই। প্রশাসন পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

এদিকে, টানা কয়েক দিনের বর্ষণে জনজীবন বিপর্যস্ত গোটা তেলিয়ামুড়া মহকুমা জুড়ে। এই ভারী বর্ষণে মাঠ ঘাট, কৃষিক্ষেত্র, পুকুর, ছড়া সহ সব কিছুই জলমগ্ন। এই বর্ষণে তেলিয়ামুড়া মহকুমার মোহরছড়া, হদ্রাই, নেতাজীনগর, শান্তিনগর দশমীঘাট সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জলের কলরব। বিশে, করে তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী রায় ররিবার জলমগ্ন এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন। জলমগ্ন এলাকাগুলি পরিদর্শনকালে বিধায়িকার সাথে ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিজেপি মণ্ডল সভাপতি রঞ্জিত সরকার, তেলিয়ামুড়া পুরপিতা নীতিন সাহা, তেলিয়ামুড়া মণ্ডল সম্পাদক জয়ন্ত সাহা সহ অন্যান্যরা। এই ভারী বর্ষণে হদ্রাই-তেলিয়ামুড়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তীব্র জলের স্রোতে হদ্রাই তেলিয়ামুড়া সড়কটি তলিয়ে গেছে। পরিদর্শন শেষে বিধায়িকা কল্যাণী রায় জানান।

জলমগ্ন এলাকাগুলিতে বসবাসকারীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, জীবনের ঝুঁকি না নিতে। বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য তেলিয়ামুড়া মণ্ডলের কর্মীরা তৈরি রয়েছে। প্রয়োজনে শরণার্থী শিবির খোলা হবে। আর্ত মানুষজন যাতে শিবিরে আসে প্রয়োজনে। অন্যদিকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনও তৈরি বিপর্যয় মোকবিলার জন্য।

অন্যদিকে, শনিবার রাত থেকে টানা বৃষ্টির ফলে রাধাকিশোরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। রবিবার সকালে জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শনে যান এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়।সাথে ছিলেন জেলাশাসক,মহকুমা শাসক এবং উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সহ অন্যান্যরা। জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শনকালে জলের পাম্পের মাধ্যমে এলাকা থেকে দ্রুত জল নিষ্কাশণের নির্দেশ দেন বিধায়ক তথা মন্ত্রী প্রণজীত সিংহ রায়। এছাড়াও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সব ধরনের পরিস্থিতির মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ দেন তিনি । মন্ত্রীর নির্দেশে দ্রুত জলমগ্ন এলাকা থেকে জলের পাম্পের মাধ্যমে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

ছাত্র-ছাত্রিদের নিয়ে বিজ্ঞান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই ।। ব্রেকথ্রো সাইন্স সোসাইটি ত্রিপুরা চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও বিদ্যালয় ও কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রিদের নিয়ে এক বিজ্ঞান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর মাতঙ্গিনী প্রতিলতা হলে অনুষ্ঠিত হয় এই বিজ্ঞান শিবির। ছাত্র-ছাত্রিদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। এইদিনের শিবিরে ডারউইনের বিবর্তনবাদ, প্রাণীর সৃষ্টি তত্বের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ রায় চৌধুরী। বর্তমানে বিজ্ঞানের নামে বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক বিষয় পাঠ্যসুচিতে ঢোকানো হচ্ছে। এই অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ধারা আটকানোর জন্য, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমগ্র দেশ ব্যাপী ব্রেকথ্রো সাইন্স সোসাইটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তারই অঙ্গ হিসাবে এইদিনের শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান অল ইন্ডিয়া ব্রেকথ্রো সাইন্স সোসাইটির অফিস সেক্রেটারি ডঃ তপন কুমার শিল।

মেট্রোর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের, রেক নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন, আসছেন ইঞ্জিনিয়াররাও

কলকাতা, ১৪ জুলাই (হি.স.) : শনিবার পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে যাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার পর থেকে উঠছে প্রশ্ন। মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগে রবিবার মৃতের পরিবারের তরফে শেক্সপিয়র সরণী থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। একই অভিযোগের ভিত্তিতেই কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা দায়ের করল কলকাতা পুলিশ। ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০৪-এ এবং ৩৪ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার সময়ে কারা দায়িত্বে ছিলেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মেট্রোর তরফে গঠন করা হয়েছে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি। তাঁরাও রেকর্ড করেছে চালক ও গার্ডের বয়ান। কেন সতর্ক করা গেল না চালককে? কোথায় গাফিলতি? কারা কারা সেই গাফিলতিতে জড়িত? এই প্রশ্ন উঠছে স্বাভাবিকভাবে।

অন্যদিকে এই ঘটনার জেরে দায়িত্বে থাকা চালক ও গার্ড-কে সাসপেন্ড করেছে মেট্রোরেল। পাশাপাশি পুলিশের তরফে ইতমধ্যে এই ঘটনার তদন্ত দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে ইতিমধ্যে রেকর্ড করা হয়েছে চালক ও গার্ডের বয়ান। পাশাপাশি খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ। একইসঙ্গে এদিনই মৃতের পরিবারকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ। রবিবার দুপুরে সজল কাঞ্জিলালের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট মিলবে। এরপরই জানা যাবে ঠিক কী কারণে মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। অপর দিকে রেকে কোনও ত্রুটি আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে রবিবারই কলকাতায় আসছেন সংস্থার ইঞ্জিনিয়াররা। জানা গিয়েছে মেট্রোটির যে রেকে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা চেন্নাই থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। দুবছর ধরে রেকগুলি নিয়ে ট্রায়াল রানও হয়। তাহলে কি সেই ট্রায়াল রানেই গাফিলতি ছিল? নাকি ট্রায়াল রানের সময়সীমা যথেষ্ট ছিল না। সজল বাবুর মৃত্যু মেট্রো রেলের যাত্রী নিরাপত্তাকে যেমন প্রশ্নের মুখে ফেলে দিল, তেমনই তুলে দিয়ে গেল আরও কঠিন কিছু প্রশ্ন।

মানরেগার আবাস যোজনায় আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ

পূর্ব মেদিনীপুর, ১৪ জুলাই (হি. স.) : দেশপ্রাণ ব্লকের আমতলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন ধরনের আবাস যোজনার সংশ্লিষ্ট আবাস পিছু মানরেগা (১০০ দিনের কাজ) প্রকল্পে বেনিফিসিয়ারিদের প্রাপ্য ৯০ দিনের মজুরী বাবদ প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ উঠল। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে ভিএলই (ডেটা এন্টিকারক) পদে ২০১২ থেকে ২০১৯ সালের লোকাসভা নির্বাচন পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন সঞ্জিত বেরা। তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের একতলায় কানাডা ব্যাঙ্কের শাখা অফিসে নিজের নামে ৯টি অ্যাকাউন্ট খোলেন। আবাস যোজনায় বেনিফিসিয়ারিদের প্রাপ্য ৯০ দিনের টাকা তাঁদের অ্যাকাউন্টে না দিয়ে নিজের অ্যাকাউন্ট সমূহে ক্রেডিট করিয়ে নেন। এইভাবে বেনিফিসিয়ারিগণ বছরের পর বছর প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এই বছরের শুরুতে উত্তর ডিহি মুকুন্দপুর গ্রামের দম্পতি রতন কুমার দাস ও মধুমিতা দাসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৫,৬০০ টাকা করে দুজনের প্রাপ্য অর্থ ভুলক্রমে ঢুকে যায়। কিন্তু কয়েকদিন পরে টাকা বেনিফিসিয়ারি অ্যাকাউন্ট থেকে ভিএলই সঞ্জিত দাসের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়ে যায়। এরপরেই উক্ত দম্পতি খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করলে কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে আসে এবং আর্থিক কেলেঙ্কারির বিষয়টি সকলের নজরে আসে।ইতিমধ্যে সঞ্জিত পালকে বামুনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বদলী করে দেন দেশপ্রাণ ব্লকের বিডিও মনোজ মল্লিক। বর্তমানে ভিএলই হিসাবে আমতলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মরত রয়েছেন অরিন্দম পাল। সানীয় প্রশানসনিক স্তরে অর্থ ফেরতের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু, সেই আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় উক্ত দম্পতি রতন দাস ও মধুমিতা দাস জেলাশাসকের অফিসে এবং নবান্নে অভিযোগ করেন। রবিবার ছুটির দিনে গ্রামপ্রধান বঙ্কিমচন্দ্র সাহু, নির্মাণ সহায়ক স্বপন দাস সহ অন্যান্য কর্মকতারা এই বিষয় নিয়ে একটি বৈঠক করেন। খবর পেয়ে ১৫০০ জনের টাকা ফেরতের দাবিতে গভীররাত পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে রাখেন বেনিফিসিয়ারিরা। এখনও পর্যন্ত কোনও সমাধানসূত্র মেলেনি। দেশপ্রাণ ব্লকের বাসিন্দা তথা প্রাক্তন সহকারি সভাধিপতি মামুদ হোসেন জেলাশাসককে চিঠি দিয়ে আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্তের পাশাপাশি আইনগত ব্যবসা গ্রহণ সহ বেনিফিসিয়ারিদের প্রাপ্য অর্থ ফেরতের দাবি জানিয়েছেন।

ফের বোমাবাজি ও গুলিতে উত্তপ্ত ভাটপাড়া, চলছে নাকা তল্লাশি ও টহল

বারাকপুর, ১৪ জুলাই (হি.স.) : প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলি চেষ্টার পরও অশান্ত ভাটপাড়া। শনিবার রাতেও ফের বোমাবাজি, গুলি শব্দে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভাটপাড়া। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন রাতে লাগাতার বোমাবর্ষণ হয়েছে ভাটপাড়ার একাধিক এলাকায়। বোমার আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন এক মহিলা-সহ মোট আটজন। পরিস্থিতি সামাল দিতে এদিন রাত থেকেই এলাকায় টহল দিচ্ছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। এখনও পর্যন্ত একজন সন্দেহভাজনকে পাকড়াও করা গিয়েছে। সমগ্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ভাটপাড়া-কাঁকিনাড়া চত্বর। এলাকায় তৈরি হয়েছে চরম আতঙ্কের পরিবেশ।

জানা গিয়েছে, শনিবার রাত আটটা নাগাদ প্রথমে বোমাবাজি শুরু হয় ভাটপাড়ার অন্তর্গত কাঁকিনাড়ার ৪ নম্বর গলির মোড়ে। এরপর গোটা এলাকায় তাণ্ডব শুরু করে দুষ্কৃতীরা। মুড়িমুড়কির মতো বোমা পড়তে থাকে। একসময় গন্ডগোল ছড়িয়ে পড়ে ভাটপাড়া মোড় পর্যন্ত। কার্যত দুষ্কৃতীদের হাতে চলে যায় গোটা এলাকা। স্থানীয় সূত্রে খবর, এরপরই এলাকায় আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। সশস্ত্র অবস্থায় গোটা ভাটপাড়া-কাঁকিনাড়া চত্বরে টহলদারি চালান তাঁরা। গলিতে গলিতে ঢুকে নাকা তল্লাশি চালান হয়। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ। এবং এরপর পরিস্থিতি কিছুটা হলেও শান্ত হয়। সূত্রের খবর, এই হঠাৎ তাণ্ডবে ছোটাছুটির সময় বোমার আঘাত গুরুতর জখম হন স্থানীয় এক মহিলা-সহ ৮ জন। আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় কল্যাণী জওহরলাল নেহরু হাসপাতাল এবং ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারও উত্তেজনা ছড়ায় ভাটপাড়া-কাঁকিনাড়া-জগদ্দল এলাকায়। ওই দু’দিন পুলিশের গুলিতে খতম হয় এলাকার দুই দুষ্কৃতী গোবর রাজু ও প্রভু সাউ। এছাড়া, পুলিশের দ্বারা আয়োজিত একটি ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র ব্যাপক বোমাবাজি হয় এলাকায়।

রুদ্ধশ্বাস জয়ে ইংল্যান্ডের স্বপ্নের শিরোপা

লন্ডন।। রোমাঞ্চের কত রঙ থাকে? উত্তেজনার কত রূপ! ক্রিকেট তার অনিশ্চয়তা আর সৌন্দর্যের সবটুকু মেলে ধরল লর্ডসের ফাইনালে। পেণ্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচের ভাগ্য বদল হলো অসংখ্যবার। শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচ টাই হয়ে গড়াল সুপার ওভারে। সেখানেও রোমাঞ্চের তীব্র দুলুনি শেষে আবার টাই! শেষ পর্যন্ত দুই দলকে আলাদা করল বাউন্ডারি সংখ্যা। অবিশ্বাস্য নাটকীয়তার পর বিশ্বকাপ জয়ের অনির্বচনীয় স্বাদ পেল ইংল্যান্ড। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের রোমাঞ্চকর ফাইনালে রোববার দুই দলকে আলাদা করল কেবল বাউন্ডারির হিসাব। বেশি বাউন্ডারি মেরে প্রথমবার ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতল ইংল্যান্ড। ক্রিকেটের জন্মভূমি, ওয়ানডের জন্ম যেখানে সেই দেশ অবশেষে বিশ্বকাপ জিতল নিজেদের আঙিনায়।এমন ম্যাচে কাউকে পরাজিত বলা কঠিন। তবু কেবল নিয়মের খাতিরেই ট্রফি অধরা রইল নিউ জিল্যান্ডের।বিশ্বকাপের ফাইনালে লর্ডসে রোববার টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামা নিউ জিল্যান্ডকে ৫০ ওভারে ২৪১ রানে আটকে রাখে ইংল্যান্ড। এক সময় শঙ্কায় পড়ে যাওয়া ইংল্যান্ডকে জয়ের পথে রাখেন বেন স্টোকস। শেষ ওভারে ট্রেন্ট বোল্টের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ঠিক ২৪১ রানেই আটকে যায় স্বাগতিকরা। ম্যাচ গড়ায় তাই সুপার ওভারে। সুপার ওভারে ইংল্যান্ডের হয়ে নামেন ম্যাচ ঘুরিয়ে দেওয়ার দুই নায়ক জস বাটলার আর স্টোকস। বোল্টের ওভারে তোলেন তারা ১৫ রান। জফরা আর্চারের ওভারে মার্টিন গাপটিল আর জিমি নিশামও করেন ১৫ রান। শেষে বেশি বাউন্ডারি মারায় চ্যাম্পিয়ন হয় স্বাগতিকরা।

বৃষ্টির কবলে ইমরুলদের ম্যাচ

পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশ ‘এ’ দলের সমতায় সিরিজ শেষের আশায় জল ঢেলে দিয়েছে বৃষ্টি। আফগানিস্তান ‘এ’ দলের বিপক্ষে দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচে প্রথম তিন দিন মিলিয়ে খেলা হতে পেরেছে কেবল ৪১ ওভার। চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে রোববার তৃতীয় দিনের খেলা শেষে বাংলাদেশের স্কোর ১১২/২। রকিবুল হাসান ৩৮ ও ফজলে মাহমুদ ৩ রানে ব্যাট করছেন। প্রথম দিন খেলা হয়েছিল কেবল ৭ ওভার ৪ বল। টস হেরে ব্যাটিং করা বাংলাদেশ অধিনায়ক ইমরুলকে হারিয়ে তুলেছিল ১৮ রান। পরদিন বৃষ্টির দাপটে খেলা সম্ভব হয়নি। তৃতীয় দিন খেলা হয় ৩৩ ওভার ২ বল।রকিবুল হাসানকে নিয়ে স্বাগতিকদের এগিয়ে নেন তরুণ ওপেনার মোহম্মদ নাঈম। ৯৫ রানের জুটি ভাঙেন প্রথম চার দিনের ম্যাচের নায়ক লেগ স্পিনার কায়েস আহমেদ। চারটি চার ও একটি ছক্কায় ৬৫ রান করে ফিরে যান নাঈম।

প্রথম ম্যাচে জিতে দুই ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে আছে আফগানিস্তান।সংক্ষিপ্ত স্কোর: বাংলাদেশ এ দল ১ম ইনিংস: ৪১ ওভারে ১১২/2 (ইমরুল ২, নাঈম ৬৫, রকিবুল ৩৮, মাহমুদ ৩*; নাভিন ৬-১-১৪-০, ইয়ামিন ৮-১-১৬-১, আশরাফ ১৩-৪-৩০-০, কায়েস ১২-২-৩৬-১, শহিদউল্লাহ ২-০-১২-০)

বার্সার জার্সিতে নেইমারের ভিডিও পোস্টে নতুন গুঞ্জন

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে নেইমারের একটি পোস্টে তার গায়ে বার্সেলোনার জার্সি থাকায় পিএসজি ছেড়ে তার স্পেনের ক্লাবটিকে ফিরে আসার সম্ভাবনা নিয়ে গুঞ্জন আরও জোরালো হয়েছে। তবে নেইমারের মুখপাত্র জানিয়েছেন, আগামী সোমবার পিএসজির অনুশীলনের যোগ দেবেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। পিএসজির হয়ে প্রাক-মৌসুমের প্রস্তুতিতে এখনও যোগ দেননি নেইমার। চোটের কারণে কোপা আমেরিকায়ও খেলা হয়নি তার।

২০১৭ সালে রেকর্ড ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরো ট্রান্সফার ফিতে বার্সেলোনা ছেড়ে পাঁচ বছরের চুক্তিতে পিএসজিতে যোগ দেন নেইমার। সম্প্রতি তার বার্সেলোনায় ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে গুঞ্জন চলছে।

২৭ বছর বয়সী নেইমারের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ভিডিওতে একটি সাদাকালো ছবি দেখানো হয় যেখানে বার্সেলোনার ব্যাজ লাগানো শার্ট পরা নেইমার আর বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি আছে।

ফরাসি দৈনিক লেকিপ নেইমারের ওই ভিডিও সম্পর্কে লিখেছে, পিএসজি স্ট্রাইকারের অস্পষ্ট বার্তার মধ্যে সবাই তার পুরানো ক্লাবের ফেরার গোপন ঘোষণা দেখবে।

তবে নেইমারের মুখপাত্রের ছয়ের পাতায় দেখুন

ফাইন্যালের ফয়সালা হতে পারে শুরুর লড়াইয়ে

ভারতের টপ অর্ডারের সঙ্গে লড়াইয়ে ধরা দিয়েছে অভাবনীয় সাফল্য। যেটি পরে রূপ নিয়েছে সেমি-ফাইনাল জয়ের আনন্দে। নিউ জিল্যান্ডের পেস আক্রমণের লড়াই এবার ইংল্যান্ডের টপ অর্ডারের সঙ্গে। ট্রেন্ট বোল্ট ও ম্যাট হেনরি জুটির সঙ্গে জনি বেয়ারস্টো ও জেসন রয় জুটির লড়াইয়ের ফল নির্ধারণ করে দিতে পারে ফাইনালের ভাগ্য। ক্রিকেট মাঠে লড়াইয়ের ভেতর থাকে অনেক লড়াই। ছোট ছোট সেসব লড়াইয়ের ওপরই অনেক সময় নির্ভর করে ম্যাচের ফল। ফাইনালের মতো ম্যাচে যখন দুই দলের ব্যবধান একদমই সামান্য, এইসব ছোট ছোট ধাপ বা পর্যায় তখন হয়ে ওঠে আরও গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংলিশ টপ অর্ডারের সঙ্গে কিউই পেস আক্রমণের লড়াই হতে যাচ্ছে তেমনই মহাগুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ

বিশ্বকাপে এবার দল হিসেবে সামগ্রিক রান রেটে সবার ওপরে ইংল্যান্ড, ওভারপ্রতি তুলেছে ৬.৪৩ রান। নিউ জিল্যান্ড সেরা বোলিংয়ে। ওভারপ্রতি রান দিয়েছে তারা ৫.০১, বোলিং গড় ২৭.১২। বলার অপেক্ষা রাখে না, লড়াইটা টুর্নামেন্টের সেরা বোলিংয়ের সঙ্গে সেরা ব্যাটিংয়ের।

বোলিং আর ব্যাটিংয়ে দুই দলের পারফরম্যান্সকে এত সমৃদ্ধ করেছে দুই দলের শুরুর জুটি। ম্যাচের পর ম্যাচ ইংল্যান্ডকে দারুণ শুরু এনে দিয়েছে রয় ও বেয়ারস্টোর জুটি। প্রাথমিক পর্বের শেষ দুই ম্যাচে যখন জয়টা ইংল্যান্ডের জন্য প্রায় আবশ্যিক, ভারতের বিপক্ষে এই জুটির রান ছিল ১৬০, নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে ১২৩। সেমি-ফাইনালে লক্ষ্য মাঝারি হলেও অস্ট্রেলিয়ার পেস আক্রমণের সামনে শুরুটা নড়বড়ে হলে ডেকে আনতে পারত বিপদ। কিন্তু বেয়ারস্টো ও রয় উল্টো ১২৪ রানের জুটিতে ম্যাচ থেকেই একদম ছিটকে দেন বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের।

এই তিন ম্যাচের আগে চোটের কারণে বাইরে ছিলেন রয়। বেয়ারস্টোর সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন জেমস ভিন্স। তিন ম্যাচে এই জুটির রান ছিল ৪৪, ১ ও ০। চোটে পড়ার আগে রয় ও বেয়ারস্টোর সবশেষ জুটিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে এসেছিল ১২৮ রান। দুজনের একসঙ্গে ব্যাট করা ও জুটির মাহাত্ম্য ফুটে উঠছে সংখ্যাতেই।

এবার যে সাতটি ম্যাচে পাওয়ার প্লেতে একটির বেশি উইকেট হারায়নি ইংল্যান্ড, তারা জিতেছে সেই সবকটি ম্যাচ। যে তিনটি ম্যাচে পাওয়ার প্লেতে একাধিক উইকেট হারিয়েছে, তারা হেরেছে তিনটিই। ভালো শুরুর গুরুত্ব ফুটে উঠছে এই তথ্যেই।

সব মিলিয়ে ১০ ইনিংসে ৯৫.৭৫ স্ট্রাইক রেটে ৪৯৬ রান করেছেন বেয়ারস্টো। রয় ছিলেন আরও বিধ্বংসী, ৬ ইনিংসে তার ৪২৬ রান এসেছে ১১৭.০৩ স্ট্রাইক রেটে। তবে স্রেফ পরিসংখ্যানই সবকিছু নয়। দুজনের ব্যাটিংয়ের ধরণ, আগ্রাসী শরীরী ভাষা, এসব অনেক সময়ই গুঁড়িয়ে দেয় প্রতিপক্ষের মনোবল।

ইংলিশদের সবচেয়ে বড় শক্তি যেখানে এই টপ অর্ডার, কিউইদের বড় শক্তি পেস আক্রমণ। তাদের হয়ে সর্বোচ্চ ১৮ উইকেট নিয়েছেন ফার্গুসন। তবে এই গতিতারকা আক্রমণে আসেন মূলত মাঝে আর শেষ দিকে। নতুন বলে স্কিলের কারুকার্যে দলকে বরাবর ভালো শুরু এনে দিয়েছেন বোল্ট ও হেনরি। ৯ ইনিংসে ১৭ উইকেট নিয়েছেন বোল্ট, ৮ ইনিংসে ১৩টি হেনরি।

সেমি-ফাইনালে এই দুজন মিলেই ধসিয়ে দিয়েছিলেন ভারতের শক্তিশালী টপ অর্ডার। রোহিত শর্মা, লোকেশ রাহুল ও বিরাট কোহলি - তিনজনই ফিরেছিলেন কেবল ১ রান করে। তিনটি উইকেটেই বাজে শটের চেয়ে বড় ভূমিকা ছিল বোল্ট-হেনরির স্কিলের। ফাইনালে রয় ও বেয়ারস্টোর পরীক্ষা নিতেও তারা প্রস্তুত।

মহারণে এই লড়াই যে গুরুত্বপূর্ণ, সেটি তুলে ধরলেন কেন উইলিয়ামসনও। তবে অধিনায়ককে ভাবতে হয় সবদিক নিয়েই। একদিকে বেশি মনোযোগ দিতে গিয়ে যাতে অন্যদিকে ভাবনা নড়বড়ে না হয়, সেটিও মনে করিয়ে দিলেন নিউ জিল্যান্ড অধিনায়ক। “ওই দুজন (রয়-বেয়ারস্টো) টুর্নামেন্ট জুড়েই অসাধারণ খেলেছে। এর আগেও ভালো খেলেছে। তবে ফাইনালের মতো ম্যাচে আরও অনেক কিছুই গুরুত্বপূর্ণ হবে। তাদের দলে যতজন ম্যাচ উইনার আছে, তাদের প্রতি আমাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে। টপ অর্ডারকেও সেই তালিকায় রাখতে হবে।”

রয়-বেয়ারস্টো ব্যর্থ হলে অবশ্যই ইংল্যান্ডের সম্ভাবনা শেষ নয়। বোল্ট-হেনরি উইকেট না নিলেও যেমন কিউই বোলিং আক্রমণের সামর্থ্য আছে ঘুরে দাঁড়ানোর। তবে শুরুর ছন্দ বা সুর বেঁধে দেওয়া, দুটিই নির্ধারণ করে দেবে এই লড়াইয়ের ফল।

অধিনায়ক হিসেবে একই বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানের নজির উইলিয়ামসনের

লন্ডন, ১৪ জুলাই (হি.স.) : বিশ্বকাপ ফাইনালে মাহেলা জয়বর্ধনের রেকর্ড ভেঙে নতুন নজির গড়লেন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেইন উইলিয়ামসন।

অধিনায়কহিসেবে এক বিশ্বকাপে সর্বাধিক রান করার নিরিখে শ্রীলঙ্কার তারকা ব্যাটসম্যানকে পেছনে ফেলে শীর্ষে পৌঁছিয়ে গেলেন কেইন উইলিয়ামসন। ২০০৭ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক জয়বর্ধনের করা ৫৪৮ রান ছিল কোনও একটি বিশ্বকাপে ক্যাপ্টেন হিসেবে সর্বাধিক রান। লর্ডসে ফাইনালে ৫৩ বলে ৩০ রান করেন কিউই অধিনায়ক। ফলে চলতি বিশ্বকাপে তাঁর মোট রান গিয়ে দাঁড়ায় ৫৭৮। বিশ্বকাপের ইতিহাসে অন্যান্য যে সকল ব্যাটসম্যান নজির গড়েছেন তাঁরা হলেন ২০০৭ সাল অজি ক্যাপ্টেন হিসেবে রিকি পন্টিংয়ের ৫৩৯ এবং ২০১৯ বিশ্বকাপে অজি অধিনায়ক হিসেবে অ্যারন ফিঞ্চের ৫০৭।

চলতি বিশ্বকাপে গোটা বিশ্ব দেখেছে উইলিইয়ামসনের দাপট। ১০টি ইনিংসে দু’টি সেঞ্চুরি এবং দু’টি হাফসেঞ্চুরি-সহ ৫৭৮ রান করেছেন কিউয়ি অধিনায়ক। তাঁর গড় ৮২.৫৭। স্ট্রাইক-রেট ৭৪.৯৭। সর্বোচ্চ স্কোর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৪৮ রানের ইনিংস। অধিনায়ক হিসেবে উইলিয়ামসন সর্বোচ্চ রানের অধিকারী হলেও একটি বিশ্বকাপে সর্বাধিক রানের রেকর্ড এখনও সচিন তেন্ডুলকরের দখলে। সৌরভ গাঙ্গুলির নেতৃত্বে ২০০৩ সালের বিশ্বকাপে সচিন তেন্ডুলকর ৬৭৩ রান। তাঁর এখনও সর্বোচ্চ।

বাঁকুড়ায় যোগাসন প্রতিযোগিতা

বাঁকুড়া, ১৪ জুলাই (হি. স.) : বাঁকুড়া জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের পরিচালনায় স্নেহেশ শূর সারা বাংলা যোগাসন প্রতিযোগিতার জেলা ভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ে। প্রতিযোগিতার তিনটি বিভাগে ১৬৭ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের সাধারণ সম্পাদক রবীন মন্ডল জানান, প্রতিযোগিতায় প্রথম তিনজন প্রতিযোগী আগামী ৩১ অগাস্ট কলকাতার বিধান শিশু উদ্যানে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় জেলার প্রতিনিধিত্ব করবে।

বাঁকুড়া, কোতুলপুর, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, জয়পুর,পাত্রসায়র, মেজিয়া, রানীবাঁধ, বড়জোড়া, ওন্দার প্রভৃতি এলাকা থেকে প্রতিযোগীরা অংশ নেয়। প্রতিযোগিতার শেষে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শম্পা দরিপা, উপ-পুরপ্রধান দিলীপ আগরওয়াল, বিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যকরী সভাপতি সুব্রত দরিপা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংঘের সভাপতি ডা: অমিতাভ চট্টরাজ। এদিনের প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগে সেরা সান দখল করেন কলকাতায় অনুষ্ঠিত রাজ্য প্রতিযোগীতায় অংশ নেওয়া ”ক) বিভাগের” সৃজা সরকার ও রুদ্র প্রতাপ সিনহা, ”খ) বিভাগের” স্নেহা মন্ডল ও স্বাত্তিক ভট্টাচার্য, ”গ) বিভাগের” অয়ন কর ও সনিয়া গরাই।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

কর্তারপুর করিডর নিয়ে বৈঠক ভারত-পাকিস্তানের ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের জন্য ভিসা-ফ্রি করা হবে, বিশেষ গুরুত্ব নিরাপত্তায়

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (হি.স.) : ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের জন্য ভিসা-ফ্রি করা হবে কর্তারপুর করিডর ঊ রবিবার কর্তারপুর করিডর নিয়ে ওয়াঘা সীমান্তে দুই দেশের বৈঠকে এবিষয়ে ভারতকে আশ্বস্ত করেছে পাকিস্তান ঊ এদিনের ভারত-পাকিস্তানের আলোচনায় তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বৈঠকের পরে পাকিস্তানের তরফে জানানো হয়েছে যে ভারতের ৮০ শতাংশ দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মহম্মদ ফইজল জানিয়েছেন, আলোচনা ইতিবাচক হয়েছে। ভবিষ্যৎ একাধিক বৈঠকে যেটুকু জটিলতা রয়েছে, তার সমাধান করা হবে। কর্তারপুর করিডর নিয়ে আলোচনা দিনই পঞ্জাবের মন্ত্রী সিধু ইস্তফাকে কটাক্ষ করেছেন মনীন্দর সিং সিরসা। ইস্তফা দেওয়ার জন্য এমন দিনকে বেছে নেওয়ার সিধুকে কটাক্ষ করেছেন মনীন্দর সিং সিরসা। কর্তারপুর করিডর নিয়ে জট কাটাতে রবিবার ওয়াঘা সীমান্তে বৈঠকে বসেছে ভারত পাকিস্তান। এদিন সকাল সাড়ে নটা নাগাদ এই বৈঠক শুরু হয়েছে। যে তীর্থযাত্রীদের ভিস-ফ্রি করা হবে। এদিন দুই দফায় বৈঠক চলে। দ্বিতীয় দফার আলোচনা ১০.২০ নাগাদ শুরু হয়। ভারতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব (আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা) এসসিএল দাস, বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব (পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরান) দীপক মিত্তল। আলোচনা শেষে এসসিএল দাস জানিয়েছেন, পলিজমা খাঁড়ি প্লাবিত হলে যাতে তীর্থযাত্রীরা যাতে সমস্যায় না পড়েন তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। ভারতের তরফে যে সেতু বানানো হচ্ছে তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ যেমন দিল্লি পাকিস্তানকে দিয়েছে, তেমনই ইসলামাবাদকেও তাদের দিকে সেতু তৈরি করতে বলা হয়েছে। ভারতে তরফে পাকিস্তানকে বলা হয়েছে, কর্তারপুর সাহিব গুরুদ্বারে প্রতিদিন যে ৫০০০ জন তীর্থযাত্রীকে ভারত থেকে যেতে অনুমতি দেওয়া হবে তাঁদের উচ্চস্তরের নিরাপত্তা দিতে হবে। আগামী নভেম্বরে গুরু নানকের ৫৫০ তম জন্মদিবসেই কর্তারপুর করিডোর খুলে দিতে চাইছে ভারত। সেব্যাপারেও ইসলামাবাদকে অবগত করে দিল্লি বলেছে বিশেষ অনুষ্ঠানে ১০০০০ তীর্থযাত্রীকে কর্তারপুর যেতে অনুমতি দিতে হবে।

অন্যদিকে সূত্রের খবর কর্তারপুর করিডর নিয়ে দ্বিতীয় দফার বৈঠকে ভারতকে সহযোগিতার বার্তা দিয়েছে পাকিস্তান। বৈঠকে দিল্লির তরফে যে দাবিগুলি ইসলামাবাদের প্রতিনিধিদের কাছে পেশ করা হয়েছিল, তার অনেকগুলি মান্যতা পেয়েছে বলে বিদেশমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে। পাসফোর্ট থাকা ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের জন্য ভিস-ফ্রি করা হবে কর্তারপুর করিডর ঊ রবিবার কর্তারপুর করিডর নিয়ে ওয়াঘা সীমান্তে দুই দেশের বৈঠকে এবিষয়ে ভারতকে আশ্বস্ত করেছে পাকিস্তান ঊ এদিনের ভারত-পাকিস্তানের আলোচনায় তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বৈঠকের পরে পাকিস্তানের তরফে জানানো হয়েছে যে ভারতের ৮০ শতাংশ দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মহম্মদ ফইজল জানিয়েছেন, আলোচনা ইতিবাচক হয়েছে। ভবিষ্যৎ একাধিক বৈঠকে যেটুকু জটিলতা রয়েছে, তার সমাধান করা হবে।

ভারত যাতে চলতি বছরের নভেম্বরে গুরু নানকের ৫৫০তম জন্মবার্ষিকীতে এই করিডর শুরু হতে পারে, সে বিষয়ে সমস্ত রকমের সহযোগিতা করতে হবে পাকিস্তানকে এমন দাবি বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে। এদিনের বৈঠকে সন্ত্রাসবাদ দমন নিয়েও দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ভারতের তরফে দাবি করা হয় যে খালিস্তানপন্থী সংগঠন এসএফজে পাকিস্তানের মাটিতে সক্রিয় ভাবে ভারত বিরোধী কাজ করে চলেছে। অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পাকিস্তানকে বলা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলে এক গোপাল সিং চাওলা নামে এক খালিস্তানপন্থী নেতা ছিলেন। ভারতের আপত্তিতে তাঁকে দ্রুত সরিয়ে দেয় পাকিস্তান। করতারপুরে জঙ্গি হামলা মোকাবিলা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ না হওয়ার আশ্বাস দেয় পাক প্রতিনিধি দল।

রবিবার বিদেশমন্ত্রক তরফে এক বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, সেতু তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের সব ধরনের ব্যবস্থা করবে ভারতই। গুরু নানকের ৫৫০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে এই করতারপুর করিডরের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার আলোচনা হয়। প্রতি দিন প্রায় ৫ হাজার পুণ্যার্থী করতারপুর যাত্রা করেন। ভারতীয় পাসপোর্ট রয়েছে এমন পুণ্যার্থীদের ভিসা ফ্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। তবে, এ দিন ১৯৭৪ প্রোটোকলের আওতায় ১০ হাজার ভারতীয় পুণ্যার্থীকে পাকিস্তানে পাঠানোর আর্জি জানানো হয়।

এদিকে, এদিন সিধুর পদত্যাগের সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করে আকালি দলের নেতা এবং দিল্লির বিধায়ক মনীন্দর সিং সিরসা বলেন, কর্তারপুর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার দিনেই কেন পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন নভজ্যোত সিং সিধু? আজ তো ছুটির দিন। তবুও কেন এই দিনই বেছে নিলেন উনি? কর্তারপুর থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত। এসবই তাঁর ভারত ভারত বিরোধী মনোভাবের পরিচয়।

উল্লেখ্য, গুরু নানকের ৫৫০তম জন্মবার্ষিকীতে ভারতের ডেরা বাবা নানক থেকে পাকিস্তানের কর্তারপুর সাহিব পর্যন্ত একটি করিডর খোলার চেষ্টার কথা সামনে আসে। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হবে জানানো হয়। দু'টি তীর্থস্থানের মধ্যে দূরত্ব মাত্র তিন কিলোমিটার। তবে কথা দিয়েও পরে পিছিয়ে যায় ইসলামাবাদ। পাক বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মহম্মদ ফয়জল জানিয়ে দেন ভারত পাকিস্তানের মধ্যে কোনও আলোচনা না হলে কর্তারপুর করিডর খোলা নিয়ে ভাববে না পাকিস্তান।

ইসলামাবাদ জানিয়ে দেয়, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যতদিন না কোনও সুষ্ঠু আলোচনা হচ্ছে এবং তা ইতিবাচক দিকে এগোচ্ছে, ততদিন কর্তারপুর করিডর বন্ধই থাকবে। বারবার কর্তারপুর করিডর শিরোনামে উঠে আসে, ২০১৮ সালেই ছিল শিখ ধর্মগুরু গুরু নানক দেবের ৫৫০ তম জন্মবার্ষিকী। ভারত থেকে বহু দর্শনার্থী পাকিস্তানে কর্তারপুর সাহিব দর্শন করেন।

তবে রবিবারের এই আলোচনার পরেই জট কাটতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্রের খবর এদিন আলোচনায় উঠে আসতে পারে তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা, যাত্রার রুট, থাকার ব্যবস্থার পরিকাঠামোর মত ইস্যুগুলি। চলতি বছরের এপ্রিল মাসেও এই ইস্যুতে দুই দেশের আলোচনায় বসার কথা ছিল। তবে দুদেশের রাজনৈতিক উত্তাপের কারণে স্বাভাবিকভাবেই তা পিছিয়ে যায়।

গত বছর নভেম্বর মাসে উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু ও পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং গুরুদাসপুরে কর্তারপুর করিডরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পাকিস্তানেও প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তাদের তরফে ভিত্তিপ্রস্থার স্থাপন করেন। পরে ২০১৯ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় এলে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। আটারি-ওয়াগা সীমান্তে ১৪ মার্চ দুদেশ প্রথম দফার বৈঠক সারে। কর্তারপুর করিডর নিয়ে লিখিত খসড়া চুক্তি তৈরি হয়।

জলপ্লাবন

টানা বর্ষণে জাতীয় সড়কে ধস নেই সংস্কারের কোন উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ জুলাই ।। গত রাতের টানা বর্ষণে ফের স্তব্ধ জাতীয় সড়ক ১০ এবং ১২টি স্থানে নামে ধস। বেশ কিছু বিশালাকার গাছ উগরে রাস্তায় অবরোধ তৈরী হয়। রাত থেকেই আঠারোমুড়া পাহাড়ের দুই পাশে দাড়িয়ে থাকে দুর পাল্লার যাত্রীবাহী ট্রাক। আজ সকাল থেকে শুরু হয় ধস্ সরানোর কাজ প্রায় দুপুর ১২টা নাগাদ যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

প্রতিবছরই মুঙ্গিয়াকামী থেকে আমবাসা পর্যন্ত আঠারো মুড়া পাহাড়ের আসাম আগরতলা ৮ নং জাতীয় সড়ক বর্ষাকালে যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। আজ পর্যন্ত তার সঠিক সুরাহা কেউ করতে পারে নি। একদিকে পাহাড়ের দুই রাস্তার দুই পাশে বিপদ সম্মুখীন হয়ে আছে বিশালাকার অনেক গাছ। বিপদ সম্মুখীন হয়ে আছে বিশালাকার অনেক গাছ। একটু বৃষ্টি হলেই ধস নেমে গাছ গুলি রাস্তায় পরে যায়। সৃষ্টি হয় যাত্রী দুর্ভোগ। গত কাল রাতেও ঠিক একই অবস্থা জাতীয় সড়কের ৩৮, ৩৯, ৪১, ৩৪, ৪৫ ও ৪৭ মাইল এলাকায় ১০/১২ টি স্থানে ধস্ নামে, সেই সাথে বড় গাছ গুলিও ভেঙ্গে রাস্তায় পড়ে থাকে। বন্ধ হয়ে যানচলাচল।

পিডব্লুডি দপ্তর থেকে প্রায় ৪টি জেসিবি লাগিয়ে রাস্তা পরিস্কার করে দুপুর ১২টা নাগাদ যানচলাচল স্বাভাবিক করা হয়। দপ্তরের এক কর্মকর্তা জানান, মহকুমা প্রশাসন, বন দপ্তর ও পিডব্লুডি দপ্তর বেশ কয়েকবার বৈঠক হয়। সেখানে রাস্তার দু পাশের বিপদ সংকোল অবস্থায় থাকা গাছ গুলি কাটার ব্যাপারে ও কথা হয়। কিন্তু বন দপ্তর থেকে কোন আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। যার কারণে আজ এই অচলাবস্থা। তবে এই বিপদ সংকোল অবস্থায় গাছ গুলি অতি সত্বর না টাকা হলে যে কোন সময় বড় ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে পারে যে কোন যান।

আগরতলা প্রেস ক্লাবের কার্যকরি কমিটি গঠিত

আগরতলা, ১৪ জুলাই ।। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন এর কার্যকরি কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ৫৯ জন ভোটারের মধ্যে ৫৮ জন ভোটার ভোট দেন। ভোটে ১৩ জনের কমিটি নির্বাচিত হয়। নতুন কার্যকরী কমিটির সদস্যরা হলেন, সভাপতি রঞ্জন রায়, সহ সভাপতি যথাক্রমে প্রলয়জিত পাল ও সুখেন শর্মা, সাধারণ সম্পাদক রামকান্ত সেন, সহ সম্পাদক যথাক্রমে প্রবীর দাস ও অভিজিৎ ভাট্টাচার্জি, কার্যকরী সদস্যরা হলেন যথাক্রমে প্রণব শীল, বিশ্বজিৎ দে, মিল্টন ধর, অভিজিত রাহা, অপর্ণ দে ও সুমিত সিনহা।

শান্তিরবাজার মহকুমার কৃতি ছাত্র-ছাত্রিদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই ।। ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষক সংঘের পক্ষ থেকে রবিবার শান্তিরবাজার মহকুমার কৃতি ছাত্র-ছাত্রিদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ২০১৯ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ভালো ফলাফল করেছে তাদের এইদিন শান্তিরবাজার কমিউনিটি হলে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।প্রদীপ প্রজুলনের মধ্যদিয়ে এইদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কৃষি,পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহরায়। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন দক্ষিন ত্রিপুরা জেলার ভারতীয় মজদুর সংঘের প্রভারী উত্তম দাস, দক্ষিনজেলার ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের সভাপতি সন্তোষ নাথ সহ অন্যান্যরা। এইদিনের অনুষ্ঠানে শান্তির বাজার মহকুমার ২২ টি বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৬১৭ জন ছাত্র ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এরমধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর ৩৩৮ জন ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রী ২৭৯ জন।

এইদিনের অনুষ্ঠানে মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ছাত্র ছাত্রী ও টাদের অভিবাবকরা উপস্থিত ছিল।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহরায় জানান পূর্বে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলে রাজধানীর ছাত্র ছাত্রীরা এগিয়ে থাকতো। বর্তমানে রাজ্যসরকারের প্রচেষ্টায় এই শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক উন্নয়ন ঘটেছে। এখন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলে রাজধানীকে টেক্কা দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থেকা বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা এগিয়ে রয়েছে। তিনি আরও জানান শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্য সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ত্রিপুরার ছাত্র ছাত্রীরাও যেন ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষাগত দিক দিয়ে টেক্কা দিয়ে উঠতে পারে সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্যসরকার।অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা কৃতি ছাত্র-ছাত্রিদের হাতে ফুলের তোড়া ও ট্রফি তুলে দেন।

পুর পাপের খেসারত জলবন্দী তিলোত্তমা আগরতলা, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই ।। রাজ্য জুড়ে আগাম ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি পাতের পূর্বাভাস দিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। সেই মোতাবেক বুধবার থেকে বৃষ্টিপাত শুরু হয়। কিন্তু শনিবার রাত থেকে চলা একটানা বৃষ্টিতে রবিবার সকালে ফের একবার জলমগ্ন হয়ে পড়ে গোটা আগরতলা শহর। তিলোত্তমার বেশ কিছু রাস্তায় দাড়িয়ে পরে জল। জল বন্দী হয়ে পড়ে শহরের বেশ কিছু এলাকা। বাড়ি ঘড়ে ঢোকে পড়ে এই জল।

ফের একবার পুর পাপের খেসারত বহন করতে হল পুর বাসিকে। জল মগ্ন হয়ে পড়েছে আগরতলা পুর নিগমের বিভিন্ন এলাকা।রাজধানী আগরতলার শকুন্তলা রোড, রবীন্দ্র ভবন, আর এম এস চৌমুহনী সহ বিভিন্ন জায়গা জল মগ্ন হয়ে পড়েছে। তবে তার জন্য শুধুমাত্র আগরতলা পুর নিগম দায়ী তা নয়। আগরতলা পুর নিগমের পাশাপাশি নিগম এলাকায় বসবাসকারী একাংশ মানুষও তার জন্য দায়ি তা বলা বাহুল্য। যত্রতত্র প্লাস্টিকের বোতল সহ অপচনশীল বজ্য ফেলার ফলে এই সকল বজ্য নিগম এলাকার নিষ্কাশনি ব্যবস্থাকে স্তব্ধ করে দেয়। এতে করে অতি দ্রুত নিগম এলাকার রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পরে। রবিবার একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। এইদিনের বৃষ্টিতে নিগম এলাকার বহু রাস্তায় হাঁটু সমান জল জমে যায়। কোথাও কোথাও আবার কোমর সমান জল জমে যায়। ফলে সাধারণ মানুষ পড়েছে দুর্ভোগে।কোমর সমান জল পেড়িয়ে চালচল করতে হচ্ছে মানুষদের।রাজধানীর আইজিএম হাসপাতালের সন্মুখে রাস্তায় হাঁটু সমান জল জমে গেছে। ফলে বিপাকে পরেছেন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনরা। শহরের অধিকাংশ রাস্তায় জল জমে যাওয়ায়

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।